সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

ইস্তাহার ২০২৬

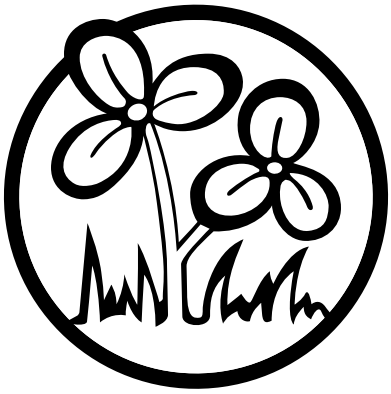

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

ইস্তাহার, ২০২৬

আবেদন

আমার প্রিয় রাজ্যবাসী,

আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে বাংলার মা-মাটি-মানুষের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই। গত পনেরো বছর ধরে আপনারা আমাদের প্রতি যে ভরসা ও ভালোবাসা দেখিয়েছেন, সেই বিশ্বাসই যেমন আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি, তেমন দায়িত্বও। বাংলার আপামর জনতা যেদিন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর তাদের সেবার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, সেইদিন থেকেই আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে, সরকারকে হতে হবে মানুষের সেবক। আমরা বিশ্বাস করি, মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন ও রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতি আসলে সমার্থক।

আপনাদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমরা বরাবর সেই বিশ্বাসকেই মর্যাদা দিয়ে এসেছি। সরকার আর মানুষ যখন হাতে-হাত মিলিয়ে চলে, তখন কোনও কিছুই যে অসাধ্য নয়, তার প্রমাণ আজকের 'বেঙ্গল মডেল'। আজ সারা দেশ বাংলার দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছে যে, সাধারণ মানুষকে গুরুত্ব দিলে সরকার কত বড় সাফল্য পেতে পারে। গত ১৫ বছরে সেই পথেই আমূল পরিবর্তন ঘটেছে আমাদের রাজ্যের। বাংলায় আজ প্রতিটি মানুষ সম্মানের সঙ্গে বাঁচেন, প্রতিটি পরিবার নিরাপদ বোধ করে এবং রাজ্যের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে গিয়েছে উন্নয়নের জয়যাত্রা।

আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, এই জয়যাত্রা থামবে না। বাংলা এভাবেই এগিয়ে যাবে উন্নততর ভবিষ্যতের দিকে।

প্রতিবার নির্বাচনের আগে আমি যেভাবে সরকারের কাজের খতিয়ান আপনাদের সামনে পেশ করি, সেই ধারাবাহিকতা মেনেই এবারও 'উন্নয়নের পাঁচালি'র আকারে আমি ইতিমধ্যেই আপনাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এই যাবৎ রাজ্য সরকারের যাবতীয় কাজের হিসেব-নিকেশ। বাংলার মানুষের হাতে হাত রেখে এ-পর্যন্ত আমরা যা যা অর্জন করতে পেরেছি, সেই সবই আমি গর্ব ও বিনয়ের সঙ্গে আরেকবার তুলে ধরতে চাই।

পশ্চিমবঙ্গ আজ ভারতের অন্যতম অগ্রণী রাজ্য। অভাবনীয় আর্থিক উন্নতির ফলে আমরা হয়ে উঠেছি দেশের ষষ্ঠ বৃহত্তম অর্থনীতি। আমরা ১.৭২ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য সীমার বাইরে নিয়ে আসতে এবং তাঁদেরকে প্রাপ্য মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি। রাজ্য জুড়ে আমরা তৈরি করেছি ২ কোটি নতুন কর্মসংস্থান এবং বেকারত্ব কমিয়েছি ৪০ শতাংশ।

আমরা নিশ্চিত করেছি, কোনও শিশু যেন প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়। আমাদের 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সহায়তায় ১ কোটিরও বেশি মেয়ে তাদের স্কুলের পড়াশোনা সম্পূর্ণ করতে পেরেছে, যে উদ্যোগ বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত। 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের মাধ্যমে ১.৪৪ কোটি ছাত্রছাত্রীকে আমরা সাইকেল দিয়েছি যাতে তাদের বিদ্যালয় যাত্রা সহজসাধ্য হয়। 'ঐক্যশ্রী', 'মেধাশ্রী' ও 'শিক্ষাশ্রী' স্কলারশিপের মাধ্যমে বাংলার শিক্ষার পরিধি প্রভূত প্রসারিত হয়েছে, যাতে অভাবের জন্য কোনও শিক্ষার্থী পিছিয়ে না পড়ে।

আজ বাংলার কোনও পরিবারকে চিকিৎসার খরচ নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। 'স্বাস্থ্য সাথী' কার্ডের মাধ্যমে ২.৪৫ কোটি পরিবার এখন বিনামূল্যে চিকিৎসা পাচ্ছে। আগে বাংলায় খুব লোডশেডিং হত, কিন্তু আজ দেখুন আমরা দরকারের চেয়েও উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ তৈরি করি। ২০১৯ সালের মধ্যেই আমরা রাজ্যের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ-সংযোগ পৌঁছে দিয়েছি। প্রায় ১ কোটি পরিবার নিজেদের পাকা বাড়ি পেয়েছে, আর ঘরে ঘরে পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে যাচ্ছে। আমরা ১,৮৩,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তা তৈরি করেছি, যাতে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ সহজেই যাতায়াত করতে পারেন।

'দুয়ারে সরকার'-এর মাধ্যমে এখন সরকারি পরিষেবা পৌঁছে গিয়েছে আপনাদের দোরগোড়ায়। 'আমাদের

পাড়া আমাদের সমাধান' আর 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'র মাধ্যমে আপনাদের মতামত নিয়েই আমরা সরকারি নীতি ঠিক করি। 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পে ১.১০ কোটি কৃষক সাহায্য পেয়েছেন এবং 'বাংলা শস্য বিমা'-র মাধ্যমে ১.১৩ কোটি কৃষকের শস্য সুরক্ষিত হয়েছে। একই জমিতে বারবার চাষ আর ধান উৎপাদনে বাংলা আজ দেশের মধ্যে এক নম্বরে। পাট আর চা উৎপাদনেও আমরাই সেরা। ফসল রাখার জন্য আমাদের হিমঘর ব্যবস্থাও এখন দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে।

উপরোক্ত বাহ্যিক উন্নয়নের পাশাপাশি আমরা বাংলার আত্মপরিচয়কেও মর্যাদা দিয়েছি। ইউনেস্কো আমাদের দুর্গোৎসবকে আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সম্মান দিয়েছে। এটা আমাদের সবার গর্ব। আমরা দিঘায় জগন্নাথ ধাম, নিউটাউনে দুর্গা অঙ্গন আর মাটিগাড়ায় মহাকাল মন্দির গড়ে তুলেছি। কলকাতার বড়দিন আজ বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে মানুষকে একত্রিত করে। আমাদের রাজ্যের অন্যান্য উৎসবের মতোই ঈদ এবং মহরমও এখানে সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়।

বাংলা হল সকল ধর্ম, জাতি এবং ভাষার এক মিলনমেলা। এই বৈচিত্র্যকে সম্মান জানাতে আমরা সাঁওতালি, কুরুখ, কুড়মালি, রাজবংশী, কামতাপুরী, হিন্দি, উর্দু, তেলেগু, ওড়িয়া, নেপালি আর পাঞ্জাবি ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দিয়েছি। এটাই প্রমাণ করে যে, আমাদের রাজ্যে সকল সম্প্রদায়ের সম্মান এবং প্রত্যেক ব্যক্তিস্বরের গুরুত্ব অটুট রয়েছে।

আমি কথা দিচ্ছি, বাংলা এভাবেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলবে এবং আগামী পাঁচ বছরে উন্নয়ন থেকে একজন মানুষও বঞ্চিত হবেন না।

প্রতিদিন আমি তাঁদের কথা স্মরণ করে অনুপ্রাণিত ও শ্রদ্ধায় নতমস্তক হই যাঁরা আমাদের এই রাজ্যের ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, শ্রীমা সারদা দেবী, যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নবজাগরণের পুরোধা রাজা রামমোহন রায়, প্রথিতযশা কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা, সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকর, শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর, শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর, ভগবান বিরসা মুন্ডা, ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, সাঁওতাল বিদ্রোহের পথিক সিধু-কানহু, গুরু নানক, ঋষি অরবিন্দ ঘোষ, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রবাদপ্রতিম বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, বীর বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, মহান শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরা, বীর সংগ্রামী মাস্টারদা সূর্য সেন, মহান বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্ষুদিরাম বসু — এমন আরও অসংখ্য বীর ও মনীষী যাঁরা ন্যায়, মর্যাদা ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে বাংলার জন্য নিজেদের গোটা জীবন উৎসর্গ করেছেন।

এই বিপ্লবী মাটিতেই আমার জন্ম। বাংলার মেয়ে হিসেবে আমি আমার জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস এই মাটির সেবা, এখানকার মানুষের সুরক্ষা এবং সকলের সংস্কৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছি।

আমরা একটি গণতান্ত্রিক দেশে বাস করি যেখানে কেন্দ্র আর রাজ্যের একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার কথা। কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, কেন্দ্রীয় সরকার বারবার সেই পারস্পরিক সম্পর্কের গরিমাকে নষ্ট করেছে। বাংলায় ক্ষমতা দখল করতে না পেরেই আসলে এসব করেছে তারা।

তারা দিল্লির জমিদারের মতো আচরণ করেছে। আসলে আমাদের সাহস দেখে তারা ভয় পায়, আমাদের উন্নতি দেখে হিংসে করে। রাজনৈতিকভাবে আমাদের হারাতে না পেরে বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার হকের পাওনা আটকে রেখেছে। এর ফলে গরিব মানুষ তাঁদের কাজের মজুরি, মাথার ওপর ছাদ আর পানীয় জলের মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তারা আমাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে, আমাদের মাতৃভাষাকে অসম্মান করেছে, আমাদের মনীষীদের অপমান করেছে, এমনকী আমাদের নিজেদের রাজ্যেই আমাদেরকে অনুপ্রবেশকারীর তকমা দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার এই চক্রান্তের ফলস্বরূপ ১৬০ জনেরও

বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। বয়স্ক ও অসুস্থ মানুষদের লাইনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, গণহারে বাদ দিয়েছে প্রান্তিক মানুষদের নাম — শুধুমাত্র ভোটে জেতার লোভে।

তারা ভালোভাবেই জানে, আপনারা তাদের পাশে নেই, তাই ভোটার হিসেবে আপনাদের পরিচয়টাই মুছে দিতে চেয়েছে। এবার সময় এসেছে তাদের যোগ্য জবাব দেওয়ার। এবার সময় এসেছে তাদের জবাবদিহির মুখোমুখি দাঁড় করানোর — দৃঢ়ভাবে ও স্পষ্টভাবে তাদের মনে করিয়ে দেওয়ার যে গণতন্ত্র এমন কোনও ব্যবস্থা নয় যা কৃত্রিমভাবে পরিচালনা করা বা সাজিয়ে তোলা যায়। গণতন্ত্র মানুষের অধিকার। একে চুরি বা চালনা করা যায় না, বরং অর্জন করতে হয়।

তৃণমূল কংগ্রেসের একটাই লক্ষ্য— সবার আগে বাংলা। যখন বহিরাগত অপশক্তি আমাদের রাজ্যকে ভাঙতে চেয়েছিল, আমরা সৈনিকের মতো রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। সংসদে এবং রাস্তায় আমরা বাংলার অধিকারের জন্য লড়াই করেছি। কেন্দ্র যখন সুরক্ষা কেড়ে নিয়েছে, আমরা সাধারণ মানুষের জন্য নতুন সুরক্ষাবলয় তৈরি করেছি। কল্যাণ ও উন্নয়নকে একসূত্রে গেঁথে দিতে আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে, নিরলস পরিশ্রম করেছি।

গত পনেরো বছরে উন্নয়নকে আমরা মানুষের নাগালে এনেছি। আগামী পাঁচ বছরের লক্ষ্য হল বাংলাকে ‘স্বনির্ভর’ করে তোলা। যাতে দিল্লির কোনও জমিদার আর কোনওদিন আমাদের পাওনা টাকা আটকে রাখার সাহস না পায়।

‘সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী’তে আপনারা আমায় ফোন করেছেন, আমি আপনাদের কথা মন দিয়ে শুনেছি। যখন বাংলার প্রতিটি প্রান্তে কাজের সুবাদে গিয়েছি, আপনারা আমার সঙ্গে এসে কথা বলেছেন। ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ শিবিরে আপনারা আমাদের আধিকারিকদের যা যা জানিয়েছেন, তার প্রতিটি খবর আমার কাছে পৌঁছেছে। দলের নেতাদের কাছে আপনাদের যে আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছেন, সেই সবই তাঁরা জানিয়েছেন আমাকে।

আপনাদের বলা একটি কথাও অবহেলা করিনি। প্রতিটি সমস্যা, প্রতিটি দাবি আমি শিরোধার্য করেছি। আমি সব সময় ভাবি, কীভাবে আপনাদের এই বিশ্বাসের মর্যাদা দেব। তারই উত্তরে আমি তৈরি করেছি আগামী দিনের কাজের এই রূপরেখা। বাংলার মানুষের জন্য আমার ‘দশ প্রতিজ্ঞা’। আমি নিজে দায়িত্ব নিচ্ছি এই দশটি প্রতিশ্রুতি পালনের। আগামী পাঁচ বছরে আমি এগুলিকে বাস্তবে সত্যি করে দেখাবই। কথা দিলাম।

আমি কথা দিচ্ছি, বাংলার মা-বোনদের ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ সর্বদা অক্ষয় থাকবে। এই প্রকল্পের আওতায় মাসিক অর্থসাহায্য সকল মহিলাদের জন্য আরও ৫০০ টাকা করে বাড়ানো হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রের উন্নতির জন্য আমি একটি ‘আলাদা কৃষি বাজেট’ আনার অঙ্গীকার করছি, যাতে কৃষি-পরিকাঠামোর উন্নতি হয়, কৃষকদের আয় বাড়ে এবং ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকরাও সরাসরি আর্থিক সাহায্য পান। আমি বুঝি একজন জীবিকাহীন যুবকের কষ্ট এবং তার পরিবারের দুশ্চিন্তা। আমি চাই বাংলার প্রতিটি যুবক জানুক যে বাংলার সরকার তার পাশে আছে। ‘বাংলার যুব-সাথী’ প্রকল্পের আওতায়, মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি প্রত্যেক জীবিকাহীন যুবক-যুবতীকে পাঁচ বছরের জন্য মাসে ১,৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে।

আমি নিশ্চিত করব যে, বাংলার প্রতিটি পরিবার যেন পায় নিজেদের একটি মর্যাদাপূর্ণ বাসস্থান। প্রতিটি বাড়িতে যেন পাইপলাইনের মাধ্যমে পৌঁছে যায় পরিস্রুত পানীয় জল। চিকিৎসা পেতে মানুষকে আর দূরে ছুটতে হবে না, প্রতিটি ব্লক ও টাউনে প্রতি বছর স্বাস্থ্য শিবিরের ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিটি সরকারি বিদ্যালয়ের মান উন্নত করা হবে। আগামী দিনে, শিল্প-উপযোগী পরিকাঠামোর শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আমরা এমন এক বাংলা গড়ে তুলব, যা পূর্ব ভারতের বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার হিসেবে নিজের পূর্ণ সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেবে। জীবন-সায়াহ্নে বাংলার প্রবীণ নাগরিকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমি

নিরবচ্ছিন্ন বার্ধক্য ভাতা চালু রাখব। প্রশাসনিক পরিষেবাকে মানুষের আরও কাছে নিয়ে যেতে এবং কোনও প্রান্তে যেন মানুষ অবহেলিত না থাকে তা নিশ্চিত করতে, আমি রাজ্যের সুচিন্তিত ভৌগোলিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে ৭টি নতুন জেলা গঠন করব এবং পৌরসভার সংখ্যা বৃদ্ধি করব।

আজ আমি যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তা কোনও ফাঁপা বুলি নয়। গত পনেরো বছরের কাজ এবং আমাদের প্রতি আপনাদের বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই আমি এই কথা দিচ্ছি। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমরা আমাদের লক্ষ্যে অটল এবং আমরা স্বনির্ভর হয়ে দেখাবই। বাংলাই হবে দেশ ও বিশ্বের পথপ্রদর্শক এবং প্রমাণ করে দেবে, যেমন জনকল্যাণ উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে, তেমনই কল্যাণকে আরও গভীর ও বিস্তৃত করে তোলে উন্নয়ন।

আমি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার মা-মাটি-মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, জোড়াফুল চিহ্নে বোতাম টিপে আপনাদের মহামূল্যবান ভোট দিন। তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিন। বাংলার রক্ষকদের ভোট দিন।

যারা আমাদের সঙ্গে একবার নয়, দু'বার নয়, বারংবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলতেই হবে। বাংলার শান্তি, সম্প্রীতি এবং আমাদের চিরন্তন মূল্যবোধকে রক্ষা করতে এই লড়াই আমাদের জিততেই হবে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আগামী পাঁচ বছরে আমাদের সম্মিলিত স্বপ্নগুলিকে বাস্তবে রূপ দেব ভবিষ্যতকে, এবং এই মাটিকে সেই ভালোবাসা ও নিষ্ঠা দিয়ে লালন করব, যা বাংলা বরাবর তার সন্তানদের মনে জাগিয়ে রেখেছে।

বাংলার স্বার্থে সেই ভবিষ্যতকে বেছে নিন, যাতে আমাদের মাতৃভূমির মর্যাদা অটুট থাকে। প্রতিটি প্রতিকূলতার মুখে যারা এই রাজ্যের কবচ হয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকেছে, সেই বিশ্বস্ত অভিভাবকদেরই আপনারা বেছে নিন। চতুর্থবারের জন্য তাই বেছে নিন তৃণমূল কংগ্রেসকে।

জয় হিন্দ! জয় বাংলা! জয় মা-মাটি-মানুষ!

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার জন্য দিদির ১০ প্রতিজ্ঞা

লক্ষ্মীদের জয়, স্বনির্ভরতা অক্ষয়

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে মাসিক ₹৫০০ বৃদ্ধি — সাধারণ মহিলাদের জন্য ₹১,৫০০ (বার্ষিক ₹১৮,০০০) এবং তপশিলি জাতি/জনজাতির মহিলাদের জন্য ₹১,৭০০ (বার্ষিক ₹২০,৪০০)

যুবদের পাশে, জীবিকার আশ্বাসে

জীবিকাহীন যুবদের ‘বাংলার যুব-সাথী’ প্রকল্পে মাসিক ₹১,৫০০ (বার্ষিক ₹১৮,০০০) আর্থিক সহায়তা

বাজেটে কৃষি, কৃষকের হাসি

কৃষক পরিবারগুলিকে নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা, ভূমিহীন কৃষকদের আর্থিক সাহায্য এবং কৃষিক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ₹৩০,০০০ কোটির কৃষি বাজেট

নিশ্চিত বাসস্থান, চিন্তার অবসান

বাংলার সকল পরিবারের জন্য নিশ্চিত পাকা বাড়ি

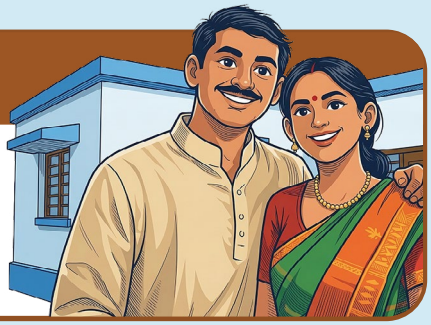

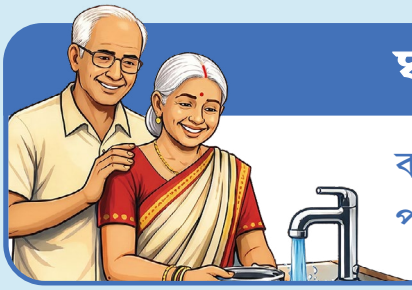

ঘরে ঘরে নল, পরিস্রুত পানীয় জল

বাংলার সমস্ত বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য

সুস্বাস্থ্যের অধিকার, বাংলার সবার

প্রতি বছর প্রতিটি ব্লক ও টাউনে আয়োজিত ‘দুয়ারে চিকিৎসা’ ক্যাম্প, কার্যকর স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেবে আপনার দোরগোড়ায়

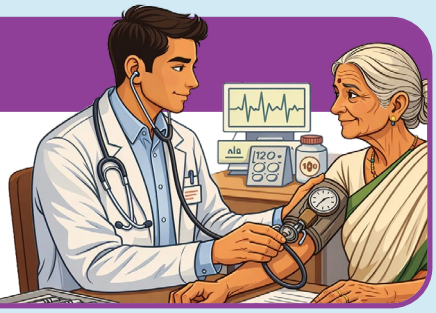

শিক্ষাই সম্পদ, ভবিষ্যৎ নিরাপদ

‘বাংলার শিক্ষায়তন’-এর অধীনে সমস্ত সরকারি স্কুলের সামগ্রিক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন

পূর্বের বাণিজ্যের কাণ্ডারী, বাংলাই দিশারি

বিশ্বমানের লজিস্টিকস, বন্দর, বাণিজ্যিক পরিকাঠামো এবং একটি অত্যাধুনিক গ্লোবাল ট্রেড সেন্টার-সহ বাংলা হয়ে উঠবে পূর্ব ভারতের বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার

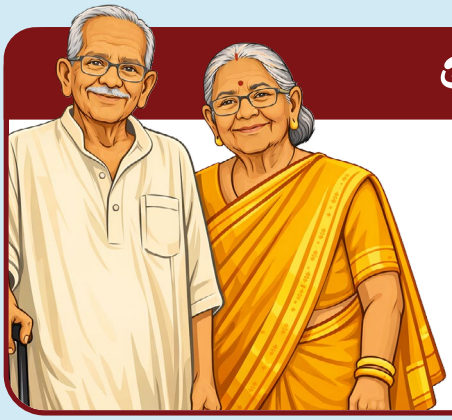

প্রবীণদের পাশে, যত্নের আশ্বাসে

বর্তমান সকল উপভোক্তার জন্য নিরবচ্ছিন্ন বার্ধক্য ভাতার সহায়তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি, ধীরে ধীরে এই ভাতার সুরক্ষা পরিধিকে আরও সম্প্রসারিত করে, সকল যোগ্য প্রবীণ নাগরিককে এর আওতায় নিয়ে আসা

প্রশাসনিক সুবিধায়, নতুন দিগন্ত বাংলায়

৭টি নতুন জেলা তৈরি; সামগ্রিক ভৌগোলিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে পৌরসভার সংখ্যা বৃদ্ধি

রাজ্যের ন্যায্য পাওনা আটকে রেখে বাংলার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার:

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দ্বারা অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক বিশ্বাসঘাতকতা

» কেন্দ্র সরকারের কাছে বাংলার প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে এবং তারা গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ আটকে রেখেছে:

১০০ দিনের কাজ
(MGNREGA)
৩৬,০৯৫ কোটি টাকা

গ্রামীণ রাস্তা
২,৭২৪.১১ কোটি টাকা

গ্রামীণ আবাস
১৬,১৩৪.০৮ কোটি টাকা

পানীয় জল
৯৯৭.৯০ কোটি টাকা

» এগুলি ছাড়াও নারী ও শিশু কল্যাণ, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ, নগর উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য কারিগরি এবং সেচ-সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতের জন্যও কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে তহবিল বকেয়া রয়েছে।

» তারা খাদ্য ভরতুকি বাবদ ১১,৭৫০.১৯ কোটি টাকা, স্কুল শিক্ষার জন্য ১৯,০৪৫.১৫ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণের জন্য ৭,০১০.৪৫ কোটি টাকা এবং গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য ১৫,২১৫.২৯ কোটি টাকার তহবিল আটকে রেখেছে। এগুলি শুধুমাত্র কয়েকটি প্রধান খাতের উদাহরণ।

» এদিকে, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (DVC) এমনভাবে জল ছাড়তে থাকে যার ফলে প্রায় প্রতি বছরই বাংলায় বন্যা দেখা দেয়, অথচ কেন্দ্র সরকার রাজ্যকে ৪০০ কোটি টাকারও বেশি বন্যা ত্রাণ দিতে অস্বীকার করেছে।

» বুলবুল, আমফান এবং ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহায়তার জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে ৪৩,৫০৯ কোটি টাকার বকেয়া এখনও পড়ে রয়েছে।

বিজেপির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাসঘাতকতা

» আর্থিক বঞ্চনার বাইরেও, বিজেপি বাংলার গণতান্ত্রিক অধিকার, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং সামাজিক স্থিতিশীলতাকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করেছে।

» তারা বারবার আমাদের বরেণ্য ব্যক্তি ও মনীষীদের মূর্তি ভাঙচুর করে, তাঁদের নামের বিকৃত উচ্চারণ করে এবং আমাদের প্রিয় কবি ও ঔপন্যাসিকদের রচনা থেকে ভুল উদ্ধৃতি দিয়ে, রাজ্যের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক গর্বের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর আক্রমণ চালিয়েছে।

» বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের একাধিক বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বিদ্বেষের মুখোমুখি হতে হয়েছে, এবং তাঁদের উচ্ছেদ করা হয়েছে, যার ফলে তাঁরা জীবিকা হারাতে বাধ্য হয়েছেন।

» বিজেপি SIR-এর মাধ্যমে একটি বড় অংশের ভোটারদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে, যা বাংলার প্রকৃত ভোটারদের অধিকার খর্ব করে এখানকার গণতন্ত্রকে দুর্বল করার একটি চক্রান্ত।

» এই সমস্ত চক্রান্তের মুখে দাঁড়িয়েও, বাংলা তার ভাষা, সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং মর্যাদাকে রক্ষা করে চলেছে এবং রাজ্যের কণ্ঠস্বরকে দুর্বল করার সমস্ত অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে।

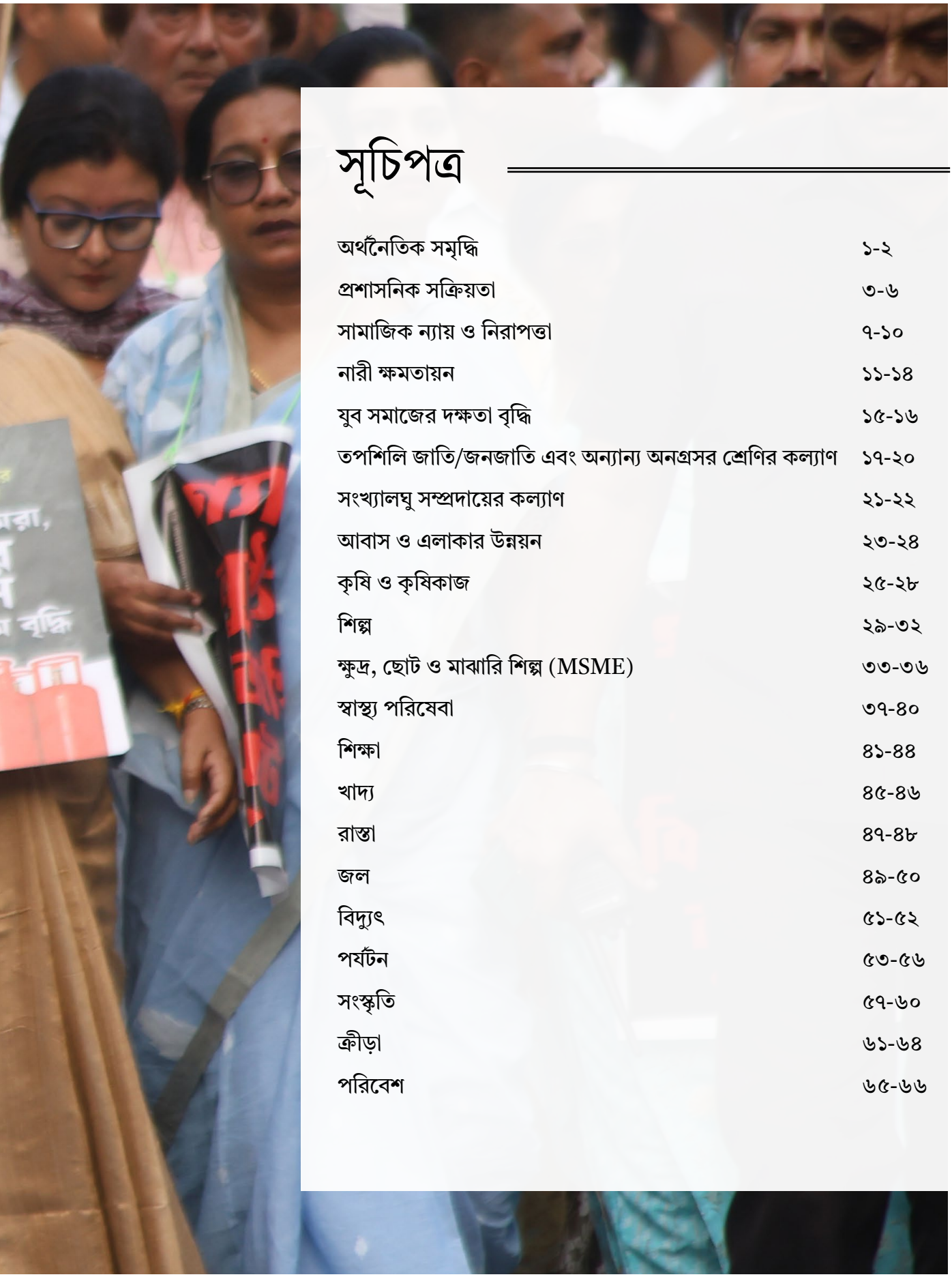

সূচিপত্র

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি	১-২
প্রশাসনিক সক্রিয়তা	৩-৬
সামাজিক ন্যায় ও নিরাপত্তা	৭-১০
নারী ক্ষমতায়ন	১১-১৪
যুব সমাজের দক্ষতা বৃদ্ধি	১৫-১৬
তপশিলি জাতি/জনজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণ	১৭-২০
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কল্যাণ	২১-২২
আবাস ও এলাকার উন্নয়ন	২৩-২৪
কৃষি ও কৃষিকাজ	২৫-২৮
শিল্প	২৯-৩২
ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (MSME)	৩৩-৩৬
স্বাস্থ্য পরিষেবা	৩৭-৪০
শিক্ষা	৪১-৪৪
খাদ্য	৪৫-৪৬
রাস্তা	৪৭-৪৮
জল	৪৯-৫০
বিদ্যুৎ	৫১-৫২
পর্যটন	৫৩-৫৬
সংস্কৃতি	৫৭-৬০
ক্রীড়া	৬১-৬৪
পরিবেশ	৬৫-৬৬

১. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

প্রধান লক্ষ্যসমূহ

- সমস্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করে এবং নজিরবিহীন আর্থিক বৃদ্ধি বজায় রেখে, আগামী ১০ বছরের মধ্যে বাংলাকে ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং আগামী ৫ বছরের মধ্যে ৪০ লক্ষ কোটি টাকার অর্থনীতি গড়ে তোলা।

- রপ্তানি বৃদ্ধি এবং উন্নত মানের কর্মসংস্থান তৈরি করতে গ্লোবাল ট্রেড সেন্টার গড়ে তোলার পাশাপাশি গভীর সমুদ্র ও নদী বন্দরের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং আধুনিক লজিস্টিক হাব নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাকে পূর্ব ভারতের 'বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

আমাদের সাফল্য

জিডিপি ও ম্যাক্রো ইন্ডিকেটর বৃদ্ধি

» গত ১৫ বছরে বাংলার নমিনাল জিডিপি প্রায় ৬ গুণ বেড়েছে

» একই সময়ে গড় মাথাপিছু আয় ৩ গুণ হয়েছে

» আমাদের সরকার সফলভাবে ১.৭২ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য সীমার বাইরে নিয়ে এসেছে

» বাংলার ফিজিক্যাল সেক্টর পরিকাঠামো ক্ষেত্রের ব্যয় প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, গত ১৫ বছরে বাংলার উৎপাদনশীল মূলধনী ব্যয় প্রায় ১৮ গুণ বেড়েছে

পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্বের হার হ্রাস

» ভারত সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৬ বছরে পশ্চিমবঙ্গে ১৫ বছর ও তার বেশি বয়সি ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৪৫.৬৫% হ্রাস পেয়েছে

রাজ্য কর্তৃক প্রদর্শিত Fiscal শৃঙ্খলা: FRBM আইন মেনে চলা

» জিএসডিপি-র শতাংশ হিসেবে রাজস্ব ঘাটতি ২০১০-১১ সালের ৩.৭৫% থেকে কমে ২০২৬-২৭ সালে ১.০১% হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

» জিএসডিপি-র শতাংশ হিসেবে Fiscal ঘাটতি ২০১০-১১ সালের ৪.২৪% থেকে কমে ২০২৬-২৭ সালে ২.৯১% হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

» জিএসডিপি-র শতাংশ হিসেবে মোট ঋণের পরিমাণ ২০১০-১১ সালের ৪০.৬৫% থেকে কমে ২০২৬-২৭ সালে ৩৭.৯৮% হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মাসিক পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধি:

» গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু মান্থলি পার ক্যাপিটা কনজাম্পশন এক্সপেনডিচার (MPCE) ১২ বছরের মধ্যে ১,২৯১ টাকা থেকে প্রায় ৩ গুণ বেড়ে ৩,৬২০ টাকা হয়েছে।

রাজ্যের নিজস্ব কর রাজস্বের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি:

» রাজ্যের নিজস্ব কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব ২০১০-১১ সালের ২১,১২৯ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৬-২৭ সালে ১,১৮,৬৬৯ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে, যা প্রায় ৬ গুণ বৃদ্ধি।

আগামী বছরগুলিতে আমরা যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

❋ **আগামী ১০ বছরে বাংলাকে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা:** গত ২টি অর্থবছরে (২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬) পশ্চিমবঙ্গ গড়ে ১০.৫% হারে দুই অঙ্কের বৃদ্ধি দেখেছে। এই স্থিতিশীল বৃদ্ধির হার দেশের শীর্ষ তিন রাজ্যের অর্থনীতির মধ্যে বাংলার স্থান নিশ্চিত করবে। আগামী ৫ বছরে বাংলা ৪০ লক্ষ কোটি টাকার অর্থনীতির রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

❋ **সমগ্র পূর্ব ভারতের জন্য 'ভারতের বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার' হিসেবে উঠে আসবে পশ্চিমবঙ্গ:** একটি অত্যাধুনিক এবং উল্লেখযোগ্য পরিকাঠামো গ্লোবাল ট্রেড সেন্টার, নদী ও গভীর সমুদ্র বন্দরের নিবিড় নেটওয়ার্ক এবং নতুন লজিস্টিক হাব গড়ে তোলা হবে, যাতে বাংলাকে সমগ্র পূর্ব ভারতের জন্য বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। এর ফলে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলি আকৃষ্ট হবে, রপ্তানি যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় হবে এবং বাংলার যুবসমাজের জন্য উচ্চমানের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

২. প্রশাসনিক সক্রিয়তা

প্রধান লক্ষ্যসমূহ:

- ৭টি নতুন জেলা তৈরি করা এবং ‘মিশন মহানগর’-এর অধীনে অত্যাধুনিক নগর পরিকাঠামো-সহ ২৫টি প্রধান শহরকে মডেল শহর হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রশাসনিক ও নগর পরিচালন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা।

- সরকারি কর্মচারীদের বেতন কাঠামোর সামঞ্জস্য আনতে এবং তাঁদের জন্য ন্যায্য বেতন, উন্নত ক্রয়ক্ষমতা ও আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাজ্যে সপ্তম পে কমিশন চালু করা।

আমাদের সাফল্য

» ২০১১ সাল থেকে, উন্নত পরিষেবা প্রদানের জন্য রাজ্য সরকার ৪টি নতুন প্রশাসনিক জেলা (কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমান), ৪টি সাবডিভিশন (ঝালদা, মানবাজার, মিরিক এবং ধূপগুড়ি) এবং ৪টি প্রশাসনিক ব্লক (কল্যাণী, লাভা, পেডং এবং ক্রান্তি) গঠন করেছে। ফরাক্কা মহকুমা শীঘ্রই কার্যকরী করা হবে। এছাড়া, সুসংগঠিত ও পরিকল্পিত নগর উন্নয়নের লক্ষ্যে ১১টি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং ২টি প্ল্যানিং অথরিটি গঠন করা হয়েছে।

» ৮.০৭ লক্ষ দুয়ারে সরকার শিবিরের মাধ্যমে ১০.৪৩ কোটি সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে মানুষের দোরগোড়ায়। এর পাশাপাশি ৩,৫০০-এর বেশি বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৫.৮৬ কোটি সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে।

» ভারতে এই প্রথম, যুগান্তকারী 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচির আওতায় পশ্চিমবঙ্গের ৮০,০০০ বুথের সাধারণ মানুষ গণতান্ত্রিকভাবে ৮,০০০ কোটি টাকা (প্রতি বুথে ১০ লক্ষ টাকা) স্থানীয় সমস্যা সমাধানে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

» সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে, নাগরিকদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করার এবং তাঁদের সমস্যার বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিশ্চিত করার জন্য একটি সরাসরি মাধ্যম তৈরি করা হয়েছে। ৫৪টি দপ্তর এবং ৫,৮১৮টি অফিস মিলিয়ে মোট ৬০,১৪,৬৪৪টি অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫৪,১৭,৮৯৮টি অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে, যা ৯০%-এর বেশি সাফল্যের হারকে নির্দেশ করে।

» ভারতের 'সবচেয়ে নিরাপদ শহর' হিসেবে কলকাতা ধারাবাহিকভাবে নিজের স্থান বজায় রেখেছে। দেশের সমস্ত মহানগরীর মধ্যে কলকাতার অপরাধের হার সর্বনিম্ন। মাত্র ৮৩.৯; যা জাতীয় গড় (৮২৮) থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম। তপশিলি জাতিভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপরাধের হারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম সর্বনিম্ন স্থান অধিকার করেছে; ২০১১ সালে এই অপরাধের হার যেখানে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ছিল ২.৮, ২০২৩ সালে তা ৩০ গুণ কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় মাত্র ০.১-এ।

» গত ১৫ বছরে কর্তৃত্বাধীন এলাকার পরিধি এবং কাজের তৎপরতা বাড়ানোর জন্য ১টি পুলিশ ডিরেক্টরেট, ৬টি পুলিশ কমিশনারেট, ১৪টি পুলিশ জেলা, ৪৯টি মহিলা থানা, ৮টি উপকূলীয় থানা, ৩৬টি সাইবার থানা এবং ১০৬টি নতুন থানা তৈরি করা হয়েছে।

আগামী বছরগুলিতে আমরা যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

* **সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কার্যকর রূপায়ণের জন্য একটি হাই-পারফরম্যান্স ডেলিভারি ইউনিট গঠন:**
  সরকারের উদ্দেশ্য - দক্ষ বাস্তবায়ন এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি নীতিগুলি প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করতে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল হাই পারফরম্যান্স ডেলিভারি ইউনিট' প্রতিষ্ঠা করা হবে, যার পাশাপাশি পরিষেবা প্রদান উন্নত করতে নিয়মিত নজরদারি এবং কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করা হবে। এই ইউনিটটি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে এবং একজন বিশেষভাবে নিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে পরিচালিত হবে। নিয়মিত ভিত্তিতে রাজ্য স্তরে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, সরকারি নীতি ও কর্মসূচিগুলির বিষয়ে মানুষের চাওয়া-পাওয়া, মতামত এবং অভিযোগগুলি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে এই ইউনিটটি সাধারণ মানুষ এবং মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের মধ্যে দ্বিমুখী যোগাযোগের একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে।

* **রাজ্যে সপ্তম পে কমিশন চালু করা হবে:**
  রাজ্য সরকার জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেতন কাঠামোর সামঞ্জস্য আনবে, যার ফলে ন্যায্য বেতন, উন্নত ক্রয়ক্ষমতা এবং আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে।

* **বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (DA) মেটানো:**
রাজ্য সরকারি কর্মচারী, পেনশনভোগী, শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নন-টিচিং স্টাফ; সেই সঙ্গে পঞ্চায়েত, পুরসভা এবং অন্যান্য গ্র্যান্ট-ইন-এইড প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও পেনশনভোগীরা তাঁদের রোপা ২০০৯-এর বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাতে পাবেন। অর্থ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ২০২৬ সালের মার্চ মাস থেকে ধাপে ধাপে এই বকেয়া টাকা দেওয়া হবে।

* **ভৌগোলিক পুনর্গঠন এবং পৌরসভার সংখ্যা বৃদ্ধি:**
জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ফলে, বেশ কয়েকটি পৌরসভা এখন অসম অনুপাতে অধিক সংখ্যক বাসিন্দাদের পরিষেবা দিচ্ছে। সরকারি পরিষেবাগুলি যাতে দক্ষতার সঙ্গে এবং সময়মতো প্রদান করা হয় তা নিশ্চিত করতে, জনতা ও প্রশাসনের আদর্শগত অনুপাত বজায় রাখার জন্য একটি সামগ্রিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হবে।

* **রাজ্যে সাতটি নতুন জেলা গঠন করা হবে:**
সরকারি পরিষেবা প্রদান উন্নত করতে এবং বর্তমান জেলা প্রশাসনগুলির উপর চাপ কমাতে, পশ্চিমবঙ্গে কান্দি, বহরমপুর, বিষ্ণুপুর, সুন্দরবন, রানাঘাট, ইছামতী এবং বসিরহাট নামে সাতটি নতুন জেলা গঠন করা হবে।

* **পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলা' করার জন্য আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে:**
স্বাধীনতার প্রায় ৮০ বছর পরও, বাংলাকে এখনও 'পশ্চিমবঙ্গ' নামটি নিয়ে চলতে হচ্ছে যা দেশভাগের ভয়াবহতা থেকে জন্ম নিয়েছিল। এর প্রতিকারের জন্য, আমরা বারবার আমাদের রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলা' করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমাগত বাধা সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলা' নামটি নিশ্চিত করতে আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে।

* **অংশগ্রহণমূলক প্রশাসনের দিকে নজর অব্যাহত থাকবে:**
দুয়ারে সরকার, পাড়ায় সমাধান এবং আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান-এর মতো কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলা অংশগ্রহণমূলক প্রশাসনে একটি জাতীয় মানদণ্ড স্থাপন করেছে। প্রকৃত অর্থেই জনমুখী প্রশাসনকে শক্তিশালী করতে, আমরা নিশ্চিত করব যে এই উদ্যোগগুলি যাতে নির্বিঘ্নে চলতে থাকে।

* **অপ্রত্যাশিত বন্যা থেকে বাংলাকে রক্ষা করা:**
আমাদের রাজ্যের মানুষের স্বার্থ, জীবিকা এবং নিরাপত্তা রক্ষা করতে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন অর্থাৎ ডিভিসি যাতে একটি সমন্বিত এবং বিজ্ঞানসম্মত জল ছাড়ার নীতি মেনে চলে, তা নিশ্চিত করতে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাংলায় অপ্রত্যাশিত বন্যার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে উত্থাপন করব।

* **মিশন মহানগর কর্মসূচির অধীনে অত্যাধুনিক নগর পরিকাঠামো-সহ পশ্চিমবঙ্গের ২৫টি প্রধান শহরকে মডেল শহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে:**
হাওড়া, ডায়মন্ড হারবার, বর্ধমান, দুর্গাপুর, বোলপুর, কৃষ্ণনগর, বারাসাত, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি, বহরমপুর, মালদা, কল্যাণী, শ্রীরামপুর, অণ্ডাল, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দিঘা, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, এনকেডিএ এলাকা, গঙ্গারামপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিংকে অত্যাধুনিক নগর পরিকাঠামো-সহ মডেল শহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

৩. সামাজিক ন্যায় ও নিরাপত্তা

প্রধান লক্ষ্যসমূহ

- সামাজিক নিরাপত্তা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে একটি গিগ ওয়ার্কার্স পলিসি চালু করা হবে এবং সমস্ত নিবন্ধিত গিগ কর্মীদের 'বিনা মূল্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনা'-এর আওতায় নিয়ে আসা হবে।

- সমস্ত যোগ্য প্রবীণ নাগরিক যাতে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পকে আরও শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করা হবে।

আমাদের সাফল্য

» রাজ্যের সমস্ত বাসিন্দাদের সামগ্রিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১১ সাল থেকে ১০০টি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছে।

» জয় বাংলা প্রকল্পের অধীনে ২০.৫৭ লক্ষ বিধবা মহিলা, ৫০.৬১ লক্ষ প্রবীণ নাগরিক, ৭.৫৯ লক্ষ বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি এবং ২.১২ লক্ষ অন্যান্য উপভোক্তা মাসিক পেনশন পাচ্ছেন, এতে বার্ষিক বরাদ্দ ১০,৫৭৩.৮৭ কোটি টাকা।

» বিনা মূল্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনার অধীনে, ১.৮৪ কোটি অসংগঠিত শ্রমিককে ২,৮৮০ কোটি টাকা আর্থিক বরাদ্দের মাধ্যমে সার্বিক সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনা হয়েছে, যা তাঁদের জন্য চিকিৎসা, মৃত্যুজনিত এবং কল্যাণমূলক সুবিধাগুলি নিশ্চিত করে।

» ২০২৩ সালে চালু হওয়া কর্মসাথী (পরিযায়ী শ্রমিক) প্রকল্প আমাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষিত রাখে এবং তাঁদের অভাব-অভিযোগের সমাধান করে, অন্যদিকে শ্রমশ্রী (২০২৫) প্রকল্প ৩১.৭৭ লক্ষ ফিরে আসা শ্রমিকদের নতুন কাজ না পাওয়া পর্যন্ত মাসে ৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। তাঁরা জব কার্ড, দক্ষতা বৃদ্ধি, রেশন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধাও পান।

» বেঙ্গল কেন্দু লিভস্ কালেক্টরস্ সোশ্যাল সিকিউরিটি স্কিম ৩৫,০০০ উপভোক্তাকে সাহায্য করেছে, যাঁদের বেশিরভাগই তপশিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের। এই প্রকল্পটি নিবন্ধভুক্ত সংগ্রাহকদের ৬০ বছর বয়স পূর্ণ হলে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এর পাশাপাশি, সংগ্রাহকেরা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, শারীরিক অক্ষমতার ক্ষেত্রে সুবিধা, স্বাস্থ্য সহায়তা ইত্যাদির জন্যও আবেদন করতে পারেন। সংগ্রাহকের মৃত্যু হলে, তাঁর মনোনীত ব্যক্তি শেষকৃত্যের সহায়তার পাশাপাশি মৃত্যুজনিত সুবিধারও দাবি করতে পারেন।

» ১০০ দিনের কাজের (MGNREGA) জন্য যখন কেন্দ্রীয় তহবিল আসা বন্ধ হয়ে যায়, তখন আমরা কর্মশ্রী প্রকল্প (বর্তমানে মহাত্মা-শ্রী) চালু করি, যার ফলে ২০,৭৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৮.৩১ লক্ষেরও বেশি জব কার্ড হোল্ডারদের জন্য ১০৪.৫৮ কোটি কর্মদিবস তৈরি হয়েছে।

আগামী বছরগুলিতে আমরা যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

* বার্ধক্য ভাতার সুরক্ষাকে আরও শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করা:
  বর্তমান সকল উপভোক্তাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বার্ধক্য ভাতার সহায়তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ধীরে ধীরে এই ভাতার সুরক্ষা পরিধিকে আরও সম্প্রসারিত করে, সকল যোগ্য প্রবীণ নাগরিকদের এর আওতায় নিয়ে আসতে আমরা সচেষ্ট থাকব; যাতে বাংলার প্রবীণরা মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারেন।

* গিগ কর্মীদের জন্য একটি নতুন নীতি চালু করা হবে এবং তাঁদের একটি বিস্তৃত নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা হবে:
  গিগ কর্মীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট নীতি কাঠামো আনা হবে, যার অধীনে গিগ কর্মী, অ্যাগ্রিগেটর এবং সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করা হবে। এছাড়াও, প্রতিটি নিবন্ধিত গিগ কর্মীকে বিনা মূল্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনার আওতায় আনা হবে।

* পুরোহিত ও মুয়াজ্জিনদের মাসিক আর্থিক সহায়তা ৫০০ টাকা বৃদ্ধি:
  পুরোহিত ও মুয়াজ্জিনদের আর্থিক সহায়তা সুদৃঢ় করতে, বর্তমানে চালু থাকা ১,৫০০ টাকার মাসিক আর্থিক সহায়তা বাড়িয়ে ২,০০০ টাকা (বার্ষিক ২৪,০০০ টাকা) করা হবে।

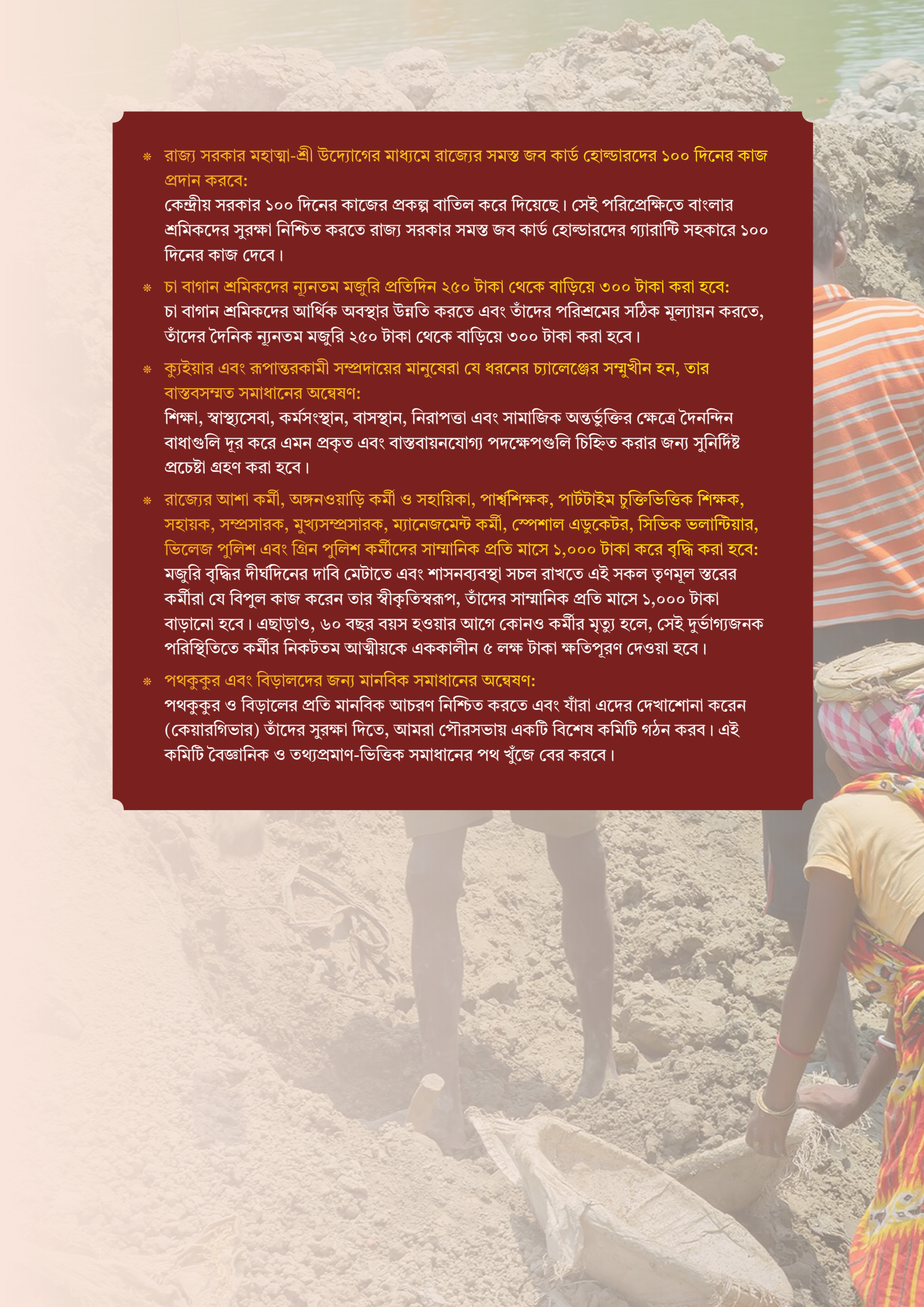

* রাজ্য সরকার মহাত্মা-শ্রী উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত জব কার্ড হোল্ডারদের ১০০ দিনের কাজ প্রদান করবে:
  কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প বাতিল করে দিয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার সমস্ত জব কার্ড হোল্ডারদের গ্যারান্টি সহকারে ১০০ দিনের কাজ দেবে।
* চা বাগান শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি প্রতিদিন ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হবে:
  চা বাগান শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে এবং তাঁদের পরিশ্রমের সঠিক মূল্যায়ন করতে, তাঁদের দৈনিক ন্যূনতম মজুরি ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হবে।
* ক্যুইয়ার এবং রূপান্তরকামী সম্প্রদায়ের মানুষেরা যে ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন, তার বাস্তবসম্মত সমাধানের অন্বেষণ:
  শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান, বাসস্থান, নিরাপত্তা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে দৈনন্দিন বাধাগুলি দূর করে এমন প্রকৃত এবং বাস্তবায়নযোগ্য পদক্ষেপগুলি চিহ্নিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।
* রাজ্যের আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা, পার্শ্বশিক্ষক, পার্টটাইম চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক, সহায়ক, সম্প্রসারক, মুখ্যসম্প্রসারক, ম্যানেজমেন্ট কর্মী, স্পেশাল এডুকেটর, সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ এবং গ্রিন পুলিশ কর্মীদের সাম্মানিক প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা করে বৃদ্ধি করা হবে:
  মজুরি বৃদ্ধির দীর্ঘদিনের দাবি মেটাতে এবং শাসনব্যবস্থা সচল রাখতে এই সকল তৃণমূল স্তরের কর্মীরা যে বিপুল কাজ করেন তার স্বীকৃতিস্বরূপ, তাঁদের সাম্মানিক প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা বাড়ানো হবে। এছাড়াও, ৬০ বছর বয়স হওয়ার আগে কোনও কর্মীর মৃত্যু হলে, সেই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে কর্মীর নিকটতম আত্মীয়কে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।
* পথকুকুর এবং বিড়ালদের জন্য মানবিক সমাধানের অন্বেষণ:
  পথকুকুর ও বিড়ালের প্রতি মানবিক আচরণ নিশ্চিত করতে এবং যাঁরা এদের দেখাশোনা করেন (কেয়ারগিভার) তাঁদের সুরক্ষা দিতে, আমরা পৌরসভায় একটি বিশেষ কমিটি গঠন করব। এই কমিটি বৈজ্ঞানিক ও তথ্যপ্রমাণ-ভিত্তিক সমাধানের পথ খুঁজে বের করবে।

৪. লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নারী ক্ষমতায়ন

প্রধান লক্ষ্যসমূহ

- লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের অধীনে তপশিলি জাতি ও তপশিলি জনজাতিভুক্ত মহিলাদের জন্য আর্থিক সহায়তা বাড়িয়ে মাসিক ১,৭০০ টাকা (বার্ষিক ২০,৪০০ টাকা) এবং সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের জন্য মাসিক ১,৫০০ টাকা (বার্ষিক ১৮,০০০ টাকা) করার মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা হবে।

- কর্মসংস্থান ও ব্যবসার সুযোগ সম্প্রসারণ এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে, আগামী ৫ বছরে মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ৪৪.৭% থেকে বাড়িয়ে ৫০%-এ উন্নীত করা হবে।

আমাদের সাফল্য

» যুগান্তকারী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের অধীনে ২.৪ কোটি মহিলা আর্থিক এবং সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত হয়েছেন।

» কন্যাশ্রী প্রকল্পের অধীনে ১৮,০০০টি প্রতিষ্ঠান জুড়ে ১ কোটি মেয়ে উপকৃত হয়েছে।

» রূপশ্রী প্রকল্পের অধীনে ২২ লক্ষেরও বেশি মহিলা তাঁদের বিয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন।

» রাজ্যে ২০ লক্ষেরও বেশি বিধবা মহিলা পেনশন পান।

» সবুজশ্রী প্রকল্পের অধীনে, নবজাতকের মায়েদের মধ্যে ৬৮ লক্ষ চারাগাছ বিতরণ করা হয়েছে।

» মহিলাদের মালিকানাধীন MSME-এর সংখ্যার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে ১ নম্বর স্থানে রয়েছে, যেখানে মোট ৩১ লক্ষ মহিলা উদ্যোগপতি রয়েছেন।

» স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে দেওয়া ঋণের পরিমাণ ২০১০-১১ সালের ৫৩১ কোটি টাকা থেকে প্রায় ৭০ গুণ বেড়ে ২০২৫-২৬ সালে ৩৫,০০০ কোটি টাকা হয়েছে।

» আনন্দধারা প্রকল্পের মাধ্যমে ১.২১ কোটি মহিলাকে জীবিকার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

» স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ২০১০-১১ সালের প্রায় ১ লক্ষ থেকে প্রায় ১২ গুণ বেড়ে ২০২৫-২৬ সালে ১২ লক্ষেরও বেশি হয়েছে।

» স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আওতাধীন ৫ লক্ষ মহিলাকে পোশাক ও ইউনিফর্ম তৈরির কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে ১.৫ কোটি কর্মদিবস তৈরি হয়েছে।

» মহিলাদের বিরুদ্ধে ঘটা অপরাধের ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী আইনি সুরক্ষা তৈরি করতে ২০২৪ সালে আমাদের সরকার অপরাজিতা বিল পেশ করে।

» তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের চালু করা রাত্তিরের সাথি অ্যাপ রাতের শিফটে কাজ করা বা অন্ধকার নামার পর যাতায়াত করা মহিলাদের বিপদের সময় তাৎক্ষণিক সাহায্য নিশ্চিত করে।

» বাংলার পঞ্চায়েতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ৫১.৪%, যা জাতীয় গড় ৪৫.৬%-র চেয়ে বেশি।

» বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার এখন ৯৯.১৩%, যা প্রায় সকল মহিলাদের নিরাপদে প্রসবের ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করছে।

আগামী বছরগুলিতে আমরা যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

* **সকল মহিলাদের জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা বাড়িয়ে পরিবারের আয় বৃদ্ধি:**
পরিবারের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এবং পরিবারের আয় বাড়াতে, সকল শ্রেণির জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ৫০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে, এখন তপশিলি জাতি / তপশিলি জনজাতিভুক্ত পরিবারের মহিলারা প্রতি মাসে ১,৭০০ টাকা এবং সাধারণ শ্রেণির মহিলারা প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা পান। রাজ্যের পুলিশ বাহিনীতে মহিলা কর্মীদের অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হবে।

* **কর্মাঞ্জলি প্রকল্পের অধীনে, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে কর্মজীবী মহিলাদের হোস্টেল থাকবে:**
রাজ্যের কর্মজীবী মহিলাদের জন্য নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের বাসস্থান নিশ্চিত করা, যাতে প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে কর্মজীবী মহিলাদের হোস্টেল থাকা নিশ্চিত করা যায়।

* **অপরাজিতা বিল বাস্তবায়নের জন্য জোরদার পদক্ষেপ:**
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা বিধানসভায় পেশ ও পাস হওয়া ঐতিহাসিক অপরাজিতা বিলের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে, যত দ্রুত সম্ভব রাষ্ট্রপতির সম্মতি আদায়ের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম আরও তীব্র করা হবে।

- রাত্তিরের সাথি অ্যাপটিকে আরও বেশি মজবুত এবং কার্যকর করে তোলা হবে:
  অ্যাপটিকে ইউজার ফ্রেন্ডলি করে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হবে।
- মহিলাদের বিরুদ্ধে অনলাইন হয়রানি এবং হিংসা রোধ করতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- মহিলাদের জন্য মানসম্পন্ন কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করা:
  পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান এবং শিল্পোদ্যোগের সুযোগ তৈরি করার মাধ্যমে আগামী ৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গে শ্রমশক্তির ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ ৪৪.৭% থেকে বাড়িয়ে ৫০% করা হবে।
- আগামী ৫ বছরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী-ভিত্তিক ঋণের সারকুলেশন বৃদ্ধি:
  স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আরও বেশি মহিলা যাতে স্বাবলম্বী হতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে কার্যক্ষেত্রে সচল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য উপলব্ধ ঋণের পরিমাণও বাড়ানো হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্য ক্রয়ে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দেবে।
- কলকাতায় মহিলাদের নিরাপত্তা জোরদারে ‘পিঙ্ক বুথ’ ও ‘শাইনিং টিম’ চালু:
  রাত্রিবেলা যাতায়াতের সময় মহিলারা যাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত সহায়তা পান, সে জন্য গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত শুধুমাত্র মহিলা পুলিশকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত ‘পিঙ্ক বুথ’ থেকে সরাসরি সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়াও, ‘শাইনিং টিম’ নামে সম্পূর্ণ মহিলা মোবাইল পেট্রোল টিম রাত ৮টা থেকে ভোর ২টো পর্যন্ত ইএম বাইপাস এবং অন্যান্য প্রধান সড়কে নজরদারি চালাবে।
- স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং কারিগরদের মার্কেটিং হাবের সংখ্যা বাড়িয়ে ৫০ করা হবে:
  এর ফলে বর্তমানে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং কারিগরদের মার্কেটিং হাবের সংখ্যা দ্বিগুণ হবে, যার ফলে প্রতিটি জেলায় অন্তত ২টি করে হাব সুনিশ্চিত হবে।

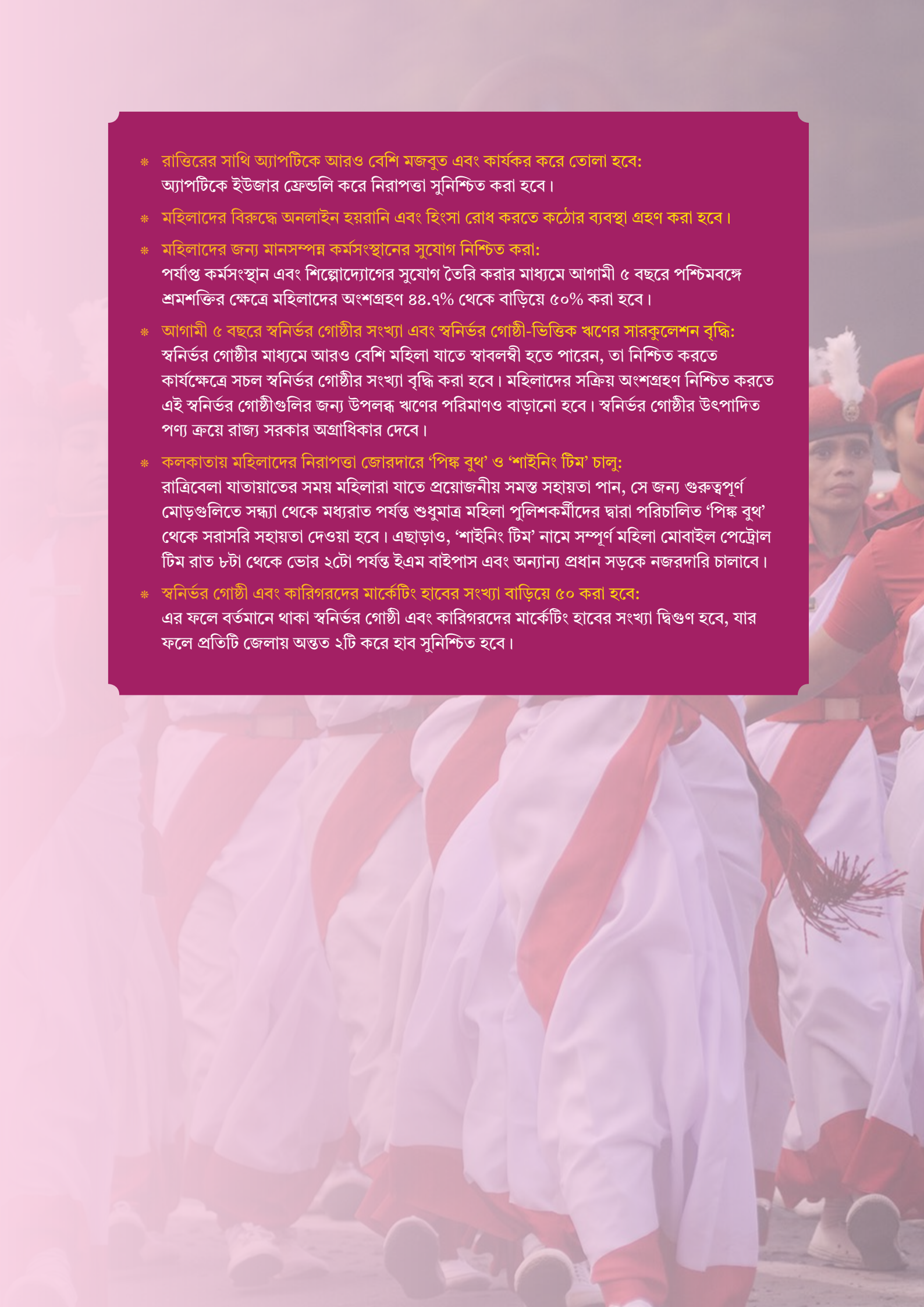

৫. যুব সমাজের দক্ষতা বৃদ্ধি

প্রধান লক্ষ্যসমূহ

- ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি শিক্ষিত জীবিকাহীন যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত বাংলার যুব-সাথী প্রকল্পের অধীনে প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

- রাজ্য জুড়ে বৃহৎ শিল্প এবং পরিকাঠামোগত বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে ১০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে।

আমাদের সাফল্য

» ২০১১ সাল থেকে রাজ্যে বেকারত্ব ৪০% কমেছে।

» মা-মাটি-মানুষের সরকারের অধীনে বাংলায় ২ কোটিরও বেশি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে।

» গত ১৫ বছরে যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের বাজেট সাতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বাংলায় যুব ও ক্রীড়া উন্নয়নের প্রতি ধারাবাহিক ও কৌশলগত মনোযোগকে নির্দেশ করছে।

» ২০১১ সাল থেকে মোট ৪৪টি যুব হোস্টেল নতুন করে তৈরি বা মানোন্নয়ন করা হয়েছে।

» আমাদের সরকার ৯১২টি যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। পলিটেকনিক কলেজের সংখ্যা ২০১১ সালের ৬৫টি থেকে বেড়ে ২০২৬ সালে ৩৫৭টি হয়েছে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সংখ্যা ২০১১ সালের ৮০টি থেকে বেড়ে ২০২৬ সালে ৩১৭টি হয়েছে।

» উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের অধীনে কর্মসংস্থানমুখী দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং এই প্রকল্পের আওতায় ৪৬ লক্ষ যুবক-যুবতীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আগামী বছরগুলিতে আমরা যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

* রাজ্যের জীবিকাহীন যুবক-যুবতীদের জন্য প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকার আর্থিক সহায়তা (বাংলার যুব-সাথী):
  ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি সকল জীবিকাহীন যুবক-যুবতী, যাঁরা দশম শ্রেণি পাশ করেছেন এবং এখনও কাজ পাননি, তাঁদের সর্বাধিক ৫ বছর পর্যন্ত বা কাজ না পাওয়া পর্যন্ত (যেটি আগে হবে), প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা করা হবে।

* বাংলার সৃষ্টিশীল শিল্পের অর্থনীতিকে ত্বরান্বিত করা:
  সৃজনশীল শিল্পের বিশাল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে একটি বিশেষ নীতি আনা হবে। এর লক্ষ্য হল ক্রিয়েটরদের হাতে পুঁজি বা লোনের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া, আধুনিক পরিকাঠামো তৈরি করা, বিশ্বজুড়ে প্রসিদ্ধির পথ বিস্তৃত করা এবং তাঁদের মেধা ও সৃষ্টির অধিকার রক্ষা করা; যাতে এই সৃজনশীল কাজ থেকে প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হয়, নতুন ব্যবসা গড়ে ওঠে এবং বিশ্বজুড়ে আমাদের সংস্কৃতির প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে।

* রাজ্যে ১০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে:
  পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ, যেমন দেউচা পাঁচামিতে এশিয়ার বৃহত্তম কয়লাখনি, পুরুলিয়ায় জঙ্গলসুন্দরী কর্মনগরী নামের গ্রিনফিল্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ৬টি নতুন শিল্প করিডোর (রঘুনাথপুর-তাজপুর, ডানকুনি-কল্যাণী, ডানকুনি-ঝাড়গ্রাম, ডানকুনি-কোচবিহার, খড়গপুর-মোড়গ্রাম, পুরুলিয়ার গুরুডি থেকে কলকাতার জোকা পর্যন্ত), কর্মদিগন্ত লেদার পার্ক এবং সাগরদিঘি সুপারক্রিটিক্যাল এনার্জি ইউনিটের মাধ্যমে রাজ্যে অন্তত ১০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে।

* সরকারি সমস্ত শূন্যপদ সুশৃঙ্খলভাবে পূরণ করতে আমরা সচেষ্ট থাকব:
  যুবসমাজকে নিরাপদ সরকারি কর্মসংস্থান প্রদানের জন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সমস্ত বাকি থাকা শূন্যপদ সুশৃঙ্খলভাবে পূরণ করাই আমাদের লক্ষ্য।

৬. তপশিলি জাতি,জনজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণ

প্রধান লক্ষ্যসমূহ

- সম্পূর্ণ ডিজিটাল এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে ১০০ শতাংশ স্কলারশিপ প্রদান সুনিশ্চিত করে, প্রতিটি ব্লকে তপশিলি জাতি ও তপশিলি জনজাতি হোস্টেলের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে এবং যোগ্যশ্রী কোচিং ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার মাধ্যমে তপশিলি জাতি, তপশিলি জনজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের জন্য শিক্ষা ও জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

- মাহাতো সম্প্রদায় এবং কিসান জাতিদের তপশিলি জনজাতি হিসেবে স্বীকৃতির জন্য প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা; এর পাশাপাশি আদিবাসী স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য ‘লার্জ এরিয়া মাল্টি-পারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটিজ ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন’ (LAMPS)-এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা বৃদ্ধি করা এবং সুরক্ষা প্রদান ও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য ‘তপশিলি বন্ধু সহায়তা সেল’ গঠন করে তাকে আরও মজবুত করে তোলা।

আমাদের সাফল্য

» তপশিলি জাতি, তপশিলি জনজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ১.৬৯ কোটিরও বেশি মানুষকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর জাতিগত শংসাপত্র প্রদান করেছে।

» অধিকতর স্বচ্ছতা এবং সহজলভ্য করার জন্য ২০২২ সালের নভেম্বর মাস থেকে ডিজিটাল স্বাক্ষরযুক্ত এবং কিউআর কোড সম্বলিত জাতিগত শংসাপত্র চালু করা হয়েছে।

» জয় জোহার এবং তপশিলি বন্ধু প্রকল্পের অধীনে তপশিলি জাতি / তপশিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের ১৪.৬৪ লক্ষ প্রবীণ মানুষকে পেনশন দেওয়া হয়েছে।

» গত ১৫ বছরে প্রায় ১,২৭,৫০০ জন তপশিলি জাতিভুক্ত যুবক-যুবতী বাজারের চাহিদাসম্পন্ন বিভিন্ন পেশায় স্বল্পমেয়াদী দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

» তপশিলি জাতি পরিবারের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য ড. বি. আর. আম্বেদকর মেধা পুরস্কার এবং ঠাকুর হরিচাঁদ গুরুচাঁদ পুরস্কার চালু করা হয়েছে।

» গত ১৫ বছরে রাজ্যে ৩০,৯০,৪৬২ জন তপশিলি জাতিভুক্ত পড়ুয়া এবং ৩৫,০৯,৯৭২ জন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির পড়ুয়া প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ পেয়েছে।

» ২০১১ সাল থেকে ৬৪,৬৮,৪০০ জন তপশিলি জাতিভুক্ত পড়ুয়া এবং ২৯,২৫,৯২০ জন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির পড়ুয়া পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ পেয়েছে।

» শিক্ষাশ্রী স্কলারশিপ প্রকল্পের অধীনে ১,২৫,৫০,৮২৮ জন তপশিলি জাতিভুক্ত পড়ুয়া উপকৃত হয়েছে।

» রাজবংশী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও আবেগকে সম্মান জানিয়ে 'নারায়ণী ব্যাটালিয়ন' গঠন করা হয়েছে, যার সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়েছে মেখলিগঞ্জে।

» লেপচা, তামাং, ভুটিয়া, শেরপা, লিম্বু, লোধা-শবর এবং ভূমিজ সম্প্রদায়ের জন্য রাজ্য সরকার উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পর্ষদ গঠন করেছে।

» আদিবাসীদের ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি সম্মান জানাতে, আমাদের সরকার ৭৪৮টি জাহের থান সংরক্ষণ এবং ১,৫৩৭টি মাঝি থান নির্মাণে সহায়তা করেছে।

» রিভলভিং ফান্ডের সুবিধার মাধ্যমে লার্জ এরিয়া মাল্টি-পারপাস সোসাইটিজ/কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ (LAMPS)-এর অন্তর্ভুক্ত ৮,৩১৪টি আদিবাসী মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

আগামী বছরগুলিতে আমরা যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

* আদিবাসী পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য লার্জ এরিয়া মাল্টি-পারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটিজ ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন (LAMPS)-কে মজবুত করা: LAMPS-এর সদস্যদের সামাজিক উন্নয়ন এবং জীবিকা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য এর পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করা হবে। পাশাপাশি LAMPS-এর অন্তর্গত মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য একটি নির্দিষ্ট রিভলভিং ফান্ডের ব্যবস্থা তাদের জীবিকার উন্নতি ঘটাবে এবং প্রথাগত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় তাদের অন্তর্ভুক্তির পথ সুগম করবে।

* তপশিলি জনজাতি স্বীকৃতির জন্য মাহাতো সম্প্রদায়ের লড়াই যেন নির্বিঘ্নে হয়, তা নিশ্চিত করা: মাহাতো সম্প্রদায় যাতে তাঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতি এবং সরকারি সহায়তা প্রকল্পগুলির সুবিধা পায়, তা নিশ্চিত করতে, এই সম্প্রদায়কে তপশিলি জনজাতি মর্যাদা দেওয়ার জন্য আমাদের সুপারিশের বিষয়ে, আমরা ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাব।

* **কিসান জাতির তপশিলি জনজাতির স্বীকৃতির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া:**
কিসান জাতির তপশিলি জনজাতি মর্যাদার বিষয়টি যাতে দ্রুত সম্পন্ন করা যায় তা নিশ্চিত করতে, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আইনি ও প্রশাসনিক স্তরে যোগাযোগ আরও নিবিড় করব এবং আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক চাপ বজায় রাখব।

* **জাতিগত শংসাপত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সহজতরভাবে প্রদান করা:**
দ্রুততর এবং আরও দায়বদ্ধ নাগরিক পরিষেবা প্রদান নিশ্চিত করতে, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে জাতিগত শংসাপত্র প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা হবে ১০০% অনলাইন প্রসেসিং, স্বয়ংক্রিয় যাচাইকরণ এবং পরিষেবার নির্দিষ্ট সময়সীমার মাধ্যমে, যা জেলার কর্মদক্ষতার র‍্যাঙ্কিং দ্বারা সমর্থিত হবে।

* **ওবিসি এ এবং বি শ্রেণিকরণ সংক্রান্ত সমস্ত অভিযোগের বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে:**
ওবিসি এ এবং বি শ্রেণিকরণ সম্পর্কিত বিদ্যমান সমস্ত অভিযোগ পরীক্ষা করে এই টাস্ক ফোর্স ওবিসি শংসাপত্র প্রদানের ব্যবস্থাকে আরও যুক্তিসঙ্গত ও সুশৃঙ্খল করে তুলবে।

* **যোগ্যশ্রী প্রকল্পের আওতায় আরও ১০,০০০ জন পড়ুয়াকে আনা হবে আগামী ৫ বছরের মধ্যে:**
শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে তপশিলি জাতি ও তপশিলি জনজাতির পড়ুয়াদের সহায়তা বাড়াতে, বর্তমানে যোগ্যশ্রী প্রকল্পের অধীনে জেলা-স্তরের কেন্দ্রে আরও ১০,০০০ জন পড়ুয়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

* **তপশিলি জাতি ও তপশিলি জনজাতির পড়ুয়াদের জন্য নির্দিষ্ট হোস্টেলের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ:**
তপশিলি জাতি ও তপশিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের পড়ুয়ারা যাতে তাদের ছাত্রাবস্থায় সম্মানজনক বাসস্থান পায় তা নিশ্চিত করতে, বর্তমানে থাকা নির্দিষ্ট তপশিলি জাতি ও তপশিলি জনজাতি হোস্টেলের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করা হবে, যাতে প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি করে এমন হোস্টেল থাকে। তপশিলি জাতি ও তপশিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের জন্য রাজ্য সরকার পরিচালিত সমস্ত হোস্টেলের সুযোগ-সুবিধার মান উন্নত করা হবে।

* **মুন্ডা, কোড়া, ডোম, কুম্ভকার ও সদগোপ সম্প্রদায়ের জন্য সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন পর্ষদ গঠন:**
এই পর্ষদগুলির মাধ্যমে উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলির জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত কল্যাণমূলক উদ্যোগ, দক্ষতা উন্নয়ন, জীবিকা বৃদ্ধির সুযোগ, শিক্ষার প্রসার এবং সরকারি পরিষেবাগুলির সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে। এর ফলে তাঁদের সামগ্রিক উন্নতি এবং রাজ্যের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এই সম্প্রদায়গুলির সক্রিয় অংশগ্রহণ হবে সুনিশ্চিত।

* **সমস্ত আদিবাসী স্কুলে স্মার্ট ক্লাস এবং খেলাধুলার সুবিধা:**
আদিবাসী পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে, আদিবাসী স্কুলগুলিতে স্মার্ট ক্লাসরুম এবং খেলাধুলার পরিকাঠামোর সুবিধা দেওয়া হবে।

* **তপশিলি জাতি, তপশিলি জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণির পরিবারের পড়ুয়াদের জন্য ১০০% স্কলারশিপের সুবিধা:**
প্রি-ম্যাট্রিক, পোস্ট-ম্যাট্রিক এবং মেরিট-কাম-মিনস প্রকল্পগুলির মাধ্যমে তপশিলি জাতি, তপশিলি জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণির পরিবারের পড়ুয়ারা তাদের শিক্ষাজীবনের জন্য সম্পূর্ণ সহায়তা পায়। এই সহায়তাটিকে আরও শক্তিশালী করা হবে এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ডিজিটাল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে যাতে কোনও আবেদনই পড়ে না থাকে।

* রাজ্যের প্রতিটি ব্লক ও পৌরসভায় তপশিলি সহায়তা সেল গঠন করা হবে:
বিডিও (বা এসডিও, শহরাঞ্চলের জন্য) এই তপশিলি সহায়তা সেলের সভাপতিত্ব করবেন এবং এতে বিএল অ্যান্ড এলআরও অফিস, বিসিডব্লিউ, পরিদর্শক এবং স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা থাকবেন। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য সদস্যদেরও এর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই সেলটি তপশিলি জাতি ও তপশিলি জনজাতির নাগরিকদের অভিযোগের সমাধান করবে, আইনি বিধান বা নিয়মকানুন সম্পর্কে তথ্য ও নির্দেশিকা প্রদান করবে, জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুবিধা পাওয়ার পথ সহজ করবে ইত্যাদি। এই সেলগুলির কাজকর্ম একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ করবেন এসডিও তাঁর অধীনস্থ এলাকার জন্য এবং জেলাশাসক সমগ্র জেলার জন্য।

৭. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কল্যাণ

প্রধান লক্ষ্যসমূহ

- স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন-সহ সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিগুলিকে রক্ষা করা এবং সেগুলির কার্যকর ব্যবহার সুনিশ্চিত করা।

- আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন কর্মসংস্থানমুখী কোর্স চালু করে এবং সংখ্যালঘু-অধ্যুষিত এলাকার ২৭টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে সফট-স্কিল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংখ্যালঘু যুবক-যুবতীদের জন্য শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ করা।

আমাদের সাফল্য

» দেশের মধ্যে যে-কোনও রাজ্যের দ্বারা পরিচালিত বৃহত্তম সংখ্যালঘু স্কলারশিপ প্রকল্প ঐক্যশ্রী-এর মাধ্যমে ৪.৯৫ কোটি স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে।

» ডেস্টিটিউট মাইনরিটি উইমেন রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম (DMWRP)-এর মাধ্যমে ২,৬০,০২৭ জন দুঃস্থ সংখ্যালঘু মহিলার জন্য মর্যাদাপূর্ণ বাসস্থান সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এই বছর আরও ৩৩,৭৫৩টি দুঃস্থদের বাসস্থানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

» সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় সাহায্য করার জন্য মাদ্রাসাগুলিতে ১,২০০টি স্মার্ট ক্লাসরুম, ১১৫টি ডিজিটাল ল্যাব এবং ৭৬টি সায়েন্স ল্যাব প্রদান করা হয়েছে।

» আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি ক্যাম্পাস জুড়ে হোস্টেল পরিকাঠামোর ব্যাপক মানোন্নয়নের কাজ চালু হয়েছে।

» সংখ্যালঘু-অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে।

» সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তরের বাজেট প্রায় দশ গুণ বাড়ানো হয়েছে।

» প্রায় ৯,৯০০টি কবরস্থানের চারপাশে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য সরকার ১,৩৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

» সংখ্যালঘু যুবক-যুবতীদের মধ্যে স্বনির্ভরতা ও ব্যবসার সুযোগ সম্প্রসারণ করতে আমাদের সরকার ৩,৯০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।

» সংখ্যালঘু-অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জীবিকার সুযোগ আরও সুদৃঢ় করতে ২৭টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ITI) এবং ৫টি পলিটেকনিক স্থাপন করা হয়েছে।

আগামী বছরগুলিতে আমরা যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

* **ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সুরক্ষা এবং কার্যকর ব্যবহার:**
  স্বাস্থ্য ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন-সহ সম্প্রদায়ের সাধারণ কল্যাণ ও ক্ষমতায়নের জন্য রাজ্য জুড়ে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিগুলির সুরক্ষা, উন্নয়ন এবং ব্যবহারের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ করা হবে।

* **আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মসংস্থানমুখী কোর্সের সম্প্রসারণ:**
  আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এলএলবি (LLB), আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (Artificial Intelligence), প্যারামেডিক (Paramedic) এবং এম.এড. (M.Ed.)-এর মতো নতুন কোর্স চালু করা হবে, যা সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ আরও প্রসারিত করবে।

* **সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকার কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে সফট-স্কিল প্রশিক্ষণ চালু করা হবে:**
  বর্তমান দক্ষতার ঘাটতি মেটাতে এবং রাজ্যের সংখ্যালঘু যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের জন্য উপযোগী করে তুলতে, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকার ২৭টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে সফট-স্কিল প্রশিক্ষণ চালু করা হবে।

* **সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র:**
  ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির নিজস্ব সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা এবং তার প্রসারে সহায়তা করার জন্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিশেষ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

৮. আবাস ও এলাকার উন্নয়ন

প্রধান লক্ষ্যসমূহ

- আরও ৩০ লক্ষ পরিবারকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে, আগামী ৫ বছরের মধ্যে পাকা বাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে, যাতে রাজ্যের সমস্ত পরিবারের মর্যাদাপূর্ণ বাসস্থান নিশ্চিত হয়।

আমাদের সাফল্য

» গত ১৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি পরিবার মর্যাদাপূর্ণ বাসস্থান পেয়েছে।

» মা-মাটি-মানুষের সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়নে পরিচালিত বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪,৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিমবঙ্গের ১২ লক্ষ পরিবারকে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ২০ লক্ষ পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার জন্য ১৯,৭০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করা হয়েছে।

» শহরাঞ্চলের গৃহহীনদের জন্য প্রায় ১৮,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫.২০ লক্ষেরও বেশি আবাসন নির্মিত হয়েছে।

» পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চা সুন্দরী এবং চা সুন্দরী সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৮,৫০০ জনেরও বেশি চা-বাগান শ্রমিকের মাথার উপর ছাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

» গীতাঞ্জলি প্রকল্পের অধীনে ৩,৫০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে প্রায় ৩.৮৪ লক্ষ বাড়ি প্রদান করা হয়েছে।

আগামী বছরগুলিতে আমরা যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

* আগামী ৫ বছরে প্রতিটি পরিবারের জন্য পাকা বাড়ি সুনিশ্চিত করা:
  পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত ১৫ বছরে প্রায় ১ কোটি বাড়ি প্রদান করেছে এবং আগামী ৫ বছরে আরও ৩০ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরির সহায়তা প্রদান করবে; যাতে রাজ্যের সমস্ত ২.৫ কোটি পরিবারের মাথার উপর ছাদ থাকে, তা সুনিশ্চিত করা যায়।

* একটি সামগ্রিক এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনার সূচনা:
  প্রতিটি পাড়া বা এলাকাকে একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ এবং প্রাণবন্ত সর্বজনীন বা সকলের জন্য উন্মুক্ত স্থানে রূপান্তরিত করতে একটি জনমুখী এলাকা পুনর্নবীকরণ মিশন চালু করা হবে; এর অধীনে ল্যান্ডস্কেপ পার্ক, হাঁটার পথ, সৌন্দর্যায়িত রাস্তা, খেলার মাঠ, ওপেন-এয়ার জিম, নার্সারি, ম্যুরাল (দেওয়াল চিত্র) এবং কমিউনিটি প্লাজা তৈরি করা হবে।

* উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিচ্ছন্নতা:
  বিভিন্ন পুরসভায় ৯টি নতুন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে এবং সমগ্র বাংলা জুড়ে আরও পরিচ্ছন্ন ও সবুজ এলাকা সুনিশ্চিত করতে একটি সামগ্রিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

৯. কৃষি ও কৃষিকাজ

প্রধান লক্ষ্যসমূহ

- কৃষি ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রগুলিকে মজবুত করতে ৩০,০০০ কোটি টাকার একটি পৃথক কৃষি বাজেট চালু করা হবে, যার মধ্যে ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকদের জন্য বার্ষিক ৪,০০০ টাকা সহায়তা এবং এই ক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক পরিবারগুলোকে ক্রমাগত সহায়তা প্রদান করা হবে।

- কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং কৃষিজ পণ্যের ভ্যালু চেইন মজবুত করতে, ফসল তোলার পরবর্তী পরিকাঠামো সম্প্রসারণের পাশাপাশি ধান কেনার সহায়ক মূল্য বাড়িয়ে কুইন্টাল প্রতি ২,৫০০ টাকা করা হবে। এই পরিকাঠামো উন্নয়নের মধ্যে ৫০টি নতুন হিমঘর তৈরি করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আমাদের সাফল্য

» রাজ্যে ১.১০ কোটি কৃষককে কৃষকবন্ধু (নতুন) প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

» বাংলার শস্য বিমা যোজনা ফসলের ক্ষতির হাত থেকে ১.১৩ কোটি কৃষককে রক্ষা করেছে।

» বাংলার সেচের কাজের পরিধি বাড়িয়ে চাষযোগ্য জমির প্রায় ৬৫%-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

» গত ১৫ বছরে কৃষিক্ষেত্রে রাজ্যের খরচ ৯.১৬ গুণ বেড়েছে।

» সরকার সরাসরি ৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান কেনায় ১৬ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক উপকৃত হয়েছেন।

» কৃষিকাজে সাহায্য করার জন্য মাটির সৃষ্টি প্রকল্পের অধীনে ৪২,০০০ একর অনুর্বর জমিকে চাষযোগ্য করে তোলা হয়েছে।

» ২০২১ সাল থেকে আমাদের রাজ্যে কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা শূন্য।

» ক্রপিং ইন্টেনসিটি (১৯৪%) এবং ধান উৎপাদনের (বার্ষিক ২৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন) নিরিখে আমাদের রাজ্য দেশের মধ্যে ১ নম্বর স্থানে রয়েছে। পাশাপাশি, আমাদের রাজ্য দেশের ১ নম্বর পাট উৎপাদক এবং আলু, শাকসবজি, চা, মাছ ও মাংস উৎপাদনে দেশের মধ্যে ২য় স্থানে রয়েছে।

» দেশের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে ভুট্টা এবং চালের উৎপাদনশীলতায় আমাদের রাজ্য ১ নম্বর স্থানে রয়েছে।

» রাজ্য-সমর্থিত কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের অধীনে কৃষকদের আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদানের উপর বিশেষ জোর দেওয়ার ফলে, গত ১৫ বছরে বাংলায় কৃষিকাজে শক্তির প্রাপ্যতা হেক্টর প্রতি ১.৩৭ কিলোওয়াট থেকে বেড়ে ২.৪৭ কিলোওয়াট হয়েছে।

» ফসল কাটার পর, তা সংরক্ষণের উন্নত পরিকাঠামো নিশ্চিত করে, হিমঘরের সংখ্যার দিক থেকে আমাদের রাজ্য দেশে প্রথম স্থানে রয়েছে।

» যে মরশুমে মাছ ধরা বন্ধ থাকে, সেই সময়ে আমরা সমুদ্র সাথী প্রকল্পের অধীনে সামুদ্রিক জেলেদের ৫,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়েছি।

» আমরা রাজ্যে ৮৫টি চা-বাগান পুনরায় চালু করা নিশ্চিত করেছি।

» আমাদের সরকার গ্রামীণ ক্ষেতমজুরদের মজুরি ২০১১ সালের ১৬৭.০৭ টাকা থেকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে ২০২৪ সালে ৩৪৭.২০ টাকা করেছে।

আগামী বছরগুলিতে আমরা যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

* আগামী অর্থবর্ষে ৩০,০০০ কোটি টাকার একটি নির্দিষ্ট কৃষি বাজেট পেশ করা হবে:
  আগামী অর্থবর্ষ থেকে একটি নির্দিষ্ট কৃষি বাজেট চালু করা হবে, যা কৃষি এবং তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির সামগ্রিক উন্নয়ন এবং নিচের বিষয়গুলির ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে:
  - ক্ষেতমজুরদের জন্য বছরে ৪,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা।
  - সরকারি নলকূপ এবং আরএলআই ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেচের খরচ সম্পূর্ণ মকুব করা হবে।
  - এই ক্ষেত্রের সমস্ত বর্তমান প্রকল্প এবং সহায়তা ব্যবস্থাগুলিকে আরও মজবুত ও সুস্থায়ী করে তোলা হবে।

* ধানের সংগ্রহ মূল্য বাড়িয়ে কুইন্টাল প্রতি ২,৫০০ টাকা করা হবে:
  ধানের সরকারি সংগ্রহ মূল্য বর্তমানের ২,৩৬৯ টাকা থেকে বাড়িয়ে কুইন্টাল প্রতি ২,৫০০ টাকা

করা হবে, যাতে কৃষকরা নির্ধারিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের (MSP) উপর অতিরিক্ত সুবিধা পান। এর পাশাপাশি, বিকেন্দ্রীকৃত ধান সংগ্রহ কেন্দ্রগুলির সংখ্যা বাড়ানো হবে এবং কৃষকদের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া আরও উন্নত করা হবে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা যাতে অভাবের তাড়নায় ধান বিক্রি করতে বাধ্য না হন, তার জন্য সময়মতো অর্থ প্রদান নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া রপ্তানিযোগ্য উন্নত মানের চালের প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে।

* **ভুট্টা ও তৈলবীজ উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন এবং চাষে বৈচিত্র্য আনা:**
রাজ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এবং উৎপাদনে ১০০ শতাংশ স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে ভুট্টা, তৈলবীজ এবং দানাশস্য চাষের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। এর ফলে চাষবাসে বৈচিত্র্য আসবে। এছাড়াও আলু, হাইব্রিড ভুট্টা, ডাল এবং উন্নত মানের তৈলবীজ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করার ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

* **হর্টিকালচার ফসলের পরবর্তী পরিকাঠামো বিস্তার ও মজবুত করা:**
ফসল তোলার পরের পরিকাঠামো এবং প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমের মানোন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; বিশেষ করে উদ্যানজাত ফসল, ফল এবং সবজির ক্ষেত্রে, যাতে চাষিদের আয় এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি আরও উন্নত হয়।

* **রাজ্যে ৫০টি নতুন হিমঘর স্থাপন:**
রাজ্যের উদ্বৃত্ত কৃষিজাত পণ্য এবং হর্টিকালচার ফসল সংরক্ষণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য জুড়ে উপযুক্ত স্থানে PPP মডেলে ৫০টি নতুন হিমঘর স্থাপন করবে। এই প্রকল্পটিতে পরিবেশবান্ধব গ্রিন এনার্জি ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

* **২০২৭ সাল পর্যন্ত গ্রিন টি চা-পাতার উপর কৃষি আয়কর মকুব:**
রাজ্যের ক্ষুদ্র চা বাগান মালিকদের স্বার্থে গ্রিন টি চা-পাতার উপর কৃষি আয়কর ছাড়ের মেয়াদ আরও এক বছর অর্থাৎ ৩১ মার্চ, ২০২৭ পর্যন্ত বাড়ানো হবে। এর পাশাপাশি, চা উৎপাদনের উপর সেস ছাড়ের সুবিধাও ৩১ মার্চ, ২০২৭ পর্যন্ত বজায় থাকবে।

* **ডায়মন্ড হারবারে একটি ইলিশ হাব গড়ে তোলা হবে:**
ইলিশ মাছের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এক গভীর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন এবং বাংলাদেশের সঙ্গে অমীমাংসিত জলবণ্টন চুক্তির কারণে বাংলা তার প্রিয় ইলিশ পর্যাপ্ত পরিমাণে পাচ্ছে না। এই সমস্যা দূর করতে ডায়মন্ড হারবারে ইলিশ মাছ চাষের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। এই কাজে উৎসাহ দিতে মৎস্যজীবীদের বিশেষ ভরতুকি প্রদান করা হবে।

১০. শিল্প

প্রধান লক্ষ্যসমূহ

পাঁচটি নতুন মাল্টিমোডাল লজিস্টিকস পার্ক স্থাপন এবং পণ্য পরিবহনের প্রবেশদ্বার হিসেবে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করার মাধ্যমে, ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাকে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি লজিস্টিক হাব হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

এক্সপোর্ট প্রমোশন পলিসি এবং লজিস্টিক ও শিল্প পরিকাঠামোর সম্প্রসারণের মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরে বাংলার রপ্তানি দ্বিগুণ করে, ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (১.৫৪ লক্ষ কোটি টাকা)-এ উন্নীত করা হবে।

আমাদের সাফল্য

» পশ্চিমবঙ্গ ভারতের নতুন সিমেন্ট হাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাজ্যে ৩০টিরও বেশি বৃহৎ সিমেন্ট কারখানা পরিচালিত হচ্ছে। গ্রিন সিমেন্ট উৎপাদনে বাংলা এখন শীর্ষে রয়েছে।

» দেশের সর্ববৃহৎ লেদার কমপ্লেক্স, সর্ববৃহৎ গার্মেন্ট ক্লাস্টার, সর্ববৃহৎ হোসিয়ারি পার্ক, সর্ববৃহৎ ফাউন্ড্রি পার্ক এবং একটি অগ্রণী রেলওয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং হাবের মাধ্যমে আমরা সফলভাবে একটি প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছি।

» ইস্পাত এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে দ্রুত সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা গেছে। ২০২৪ অর্থবর্ষে ইস্পাত উৎপাদন ১১ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে, যা বার্ষিক প্রায় ১২% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইস্পাত এখন রাজ্যের অন্যতম শীর্ষ রপ্তানিকৃত পণ্য।

» বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্র জুড়ে ২০০টিরও বেশি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিচালিত হচ্ছে, যা শক্তিশালী ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোসিস্টেম তৈরি করছে এবং বিশ্বমানের ব্র্যান্ডগুলিকে আকৃষ্ট করছে।

» ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর সময়কালে ইনডেক্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন (IIP) (ম্যানুফ্যাকচারিং)-এর বৃদ্ধির হার হল ৫.৮%, যা জাতীয় স্তরের বৃদ্ধির হার ৩.৯%-এর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

» দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার রাজ্যে ৬টি নতুন অর্থনৈতিক করিডোর (রঘুনাথপুর-তাজপুর, ডানকুনি-কল্যাণী, ডানকুনি-ঝাড়গ্রাম, ডানকুনি-কোচবিহার, খড়গপুর-মোড়গ্রাম, পুরুলিয়ার গুরুডি থেকে কলকাতার জোকা পর্যন্ত) তৈরি করেছে।

» দেশের একমাত্র রাজ্য হিসেবে বাংলা ক্লিন ফুয়েল কোল বেড মিথেন উত্তোলন করছে এবং খুব শীঘ্রই আমরা শেল গ্যাস উত্তোলনের জন্যও প্রস্তুত। এর পাশাপাশি, শিল্পক্ষেত্রে ক্লিন এনার্জি ব্যবহার আরও বৃদ্ধি করতে অশোকনগরে একটি প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন কেন্দ্রও তৈরি করা হচ্ছে।

» সক্রিয় নথিভুক্ত কোম্পানির দিক থেকে আমাদের রাজ্য দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, যেখানে গত ১৫ বছরে বাংলায় কারখানা প্রতি গড় লাভ ৫.৪৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

» রাজ্যের আইটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইটি এবং আইটিইএস কোম্পানিতে ২ লক্ষেরও বেশি যুবক-যুবতী কর্মরত রয়েছেন।

» বীরভূমে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা খনি দেউচা পাঁচামি তৈরি করা হচ্ছে, যা ১ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি করবে।

» পুরুলিয়ার জঙ্গলসুন্দরী কর্মনগরী ৭.৭৫ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে প্রস্তুত।

» ৩০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ এবং ৭৫,০০০ তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি আমাদের ডিজিটাল ভবিষ্যৎকে রূপ দিচ্ছে।

» বাংলা ভারতের অন্যতম বৃহত্তম ডেটা সেন্টার হাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে।

আগামী বছরগুলিতে আমরা যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

* **বাংলাকে ভারতের লজিস্টিকস হাব হিসেবে তুলে ধরা:**
  ২০৩১ সালের মধ্যে রাজ্যের লজিস্টিকস ক্ষেত্র যাতে ৩০ বিলিয়ন ডলারের সম্পদে পরিণত হয় তা নিশ্চিত করতে, বাংলায় অন্তত ৫টি নতুন মাল্টিমোডাল লজিস্টিকস পার্ক তৈরি করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান এবং এর বিস্তৃত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, পণ্য মজুত এবং যাতায়াতের সুবিধা করে দেয়।

* **পশ্চিমবঙ্গ বৃহত্তম ডেটা সেন্টার হাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে:**
ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামোর মেরুদণ্ড হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে, পশ্চিমবঙ্গ তার কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান, নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, হাইস্পিড ইন্টারনেট পরিষেবা এবং সক্রিয় বিনিয়োগ নীতিগুলিকে কাজে লাগাবে।

* **আগামী পাঁচ বছরে বাংলার রপ্তানি দ্বিগুণ করা হবে:**
পশ্চিমবঙ্গ রপ্তানি উন্নয়ন নীতি এবং পশ্চিমবঙ্গ লজিস্টিকস সেক্টর উন্নয়ন নীতি কার্যকর করার মাধ্যমে, আমরা নিশ্চিত করব যে, ২০৩১ সালের মধ্যে ভারতের মোট বার্ষিক রপ্তানিতে রাজ্যের অংশ যেন দ্বিগুণ হয়। ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে পণ্য রপ্তানি বাড়িয়ে ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (১,৫৪,২৮৮ কোটি টাকা) করা হবে, পাশাপাশি আইটি, ফিনটেক, লজিস্টিকস এবং গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টারগুলি রপ্তানি বৃদ্ধির পরবর্তী পর্যায়কে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

* **বাংলার শিল্প ও কর্পোরেট পরিধির সম্প্রসারণ:**
২০৩০ সালের মধ্যে নিবন্ধিত কোম্পানির সংখ্যা ৩ লক্ষে এবং কারখানার সংখ্যা ১১,০০০-এ উন্নীত করা হবে।

* **মউ-এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এবং বিনিয়োগের টাকা যাতে দ্রুত পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়, তার জন্য একটি স্পেশাল পারপাস ভেহিকল (বাংলার শিল্প অ্যাক্সিলারেটর) গঠন করা হবে:**
এই স্পেশাল পারপাস ভেহিকল, দ্রুত অনুমোদন, জেলা স্তরে সহায়তা, বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় এবং নিয়মিত নজরদারি ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিল্পের মউ-গুলি যাতে বাস্তব প্রকল্পে রূপান্তরিত হয়, তা নিশ্চিত করবে।

* **বর্তমান শিল্প ও অর্থনৈতিক করিডোরগুলির সম্প্রসারণ:**
রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে শিল্প উন্নয়নের গতি বাড়াতে বাংলার বর্তমান ৬টি শিল্প ও অর্থনৈতিক করিডোর (রঘুনাথপুর-তাজপুর, ডানকুনি-কল্যাণী, ডানকুনি-ঝাড়গ্রাম, ডানকুনি-কোচবিহার, খড়গপুর-মোড়গ্রাম, পুরুলিয়ার গুরুডি থেকে কলকাতার জোকা পর্যন্ত) সম্প্রসারিত করা হবে।

* **জঙ্গলসুন্দরী কর্মনগরী প্রকল্পের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রূপায়ণ:**
পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে একটি যুগান্তকারী গ্রিনফিল্ড শিল্প কেন্দ্র গড়ে তুলতে জঙ্গলসুন্দরী কর্মনগরী প্রকল্পের কাজ দ্রুত ত্বরান্বিত করা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যে ৭ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

* **৬.৫ লক্ষ শিল্পীকে সাহায্য করতে দুটি নতুন জেমস এবং জুয়েলারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরি করা হবে:**
সোনা, তামা এবং রুপোর গয়না তৈরিতে বাংলা একটি শীর্ষস্থানীয় রাজ্য, বিশেষ করে তারের সূক্ষ্ম কারুকার্য করা গয়না প্রধানত বাংলাতেই পাওয়া যায়। উৎপাদন বাড়াতে এবং স্থানীয় শিল্পীদের বিশ্বমানের গহনা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যুক্ত করতে, হাওড়া এবং হুগলিতে দুটি নির্দিষ্ট জেমস এবং জুয়েলারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরি করা হবে।

১১. ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (MSME)

প্রধান লক্ষ্যসমূহ

- আগামী ৫ বছরে ৬০ লক্ষ নতুন উদ্যোগ তৈরির মাধ্যমে MSME-এর সংখ্যা ৯০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ১.৫ কোটিতে উন্নীত করে, MSME ইউনিটের সংখ্যার নিরিখে বাংলাকে ১ নম্বর রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

- ৩০০টি নতুন MSME clusters এবং ৪টি Zonal MSME Export Hubs স্থাপনের মাধ্যমে রাজ্য জুড়ে ৫ লক্ষ নতুন উদ্যোগপতির উত্থান সম্ভব করে তুলে শিল্পোদ্যোগ এবং রপ্তানিকে আরও শক্তিশালী করা হবে।

আমাদের সাফল্য

» পশ্চিমবঙ্গে ৯০ লক্ষেরও বেশি কার্যকরী MSME রয়েছে, সক্রিয় MSME-এর সংখ্যার নিরিখে আমরা সমগ্র ভারতে দ্বিতীয় এবং মহিলাদের মালিকানাধীন MSME-এর ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছি।

» MSME clusters ক্ষেত্রে ১৪ গুণ বৃদ্ধি ঘটেছে, যা ২০১১ সালের ৪৯টি ক্লাস্টার থেকে বেড়ে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ৭১০টিরও বেশি হয়েছে।

» সরকারি মালিকানাধীন MSME ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের সংখ্যা ২০১১ সালের ২৯টি পার্ক থেকে বেড়ে ২০২৬ সালে ৫৪টিতে দাঁড়িয়েছে, যার মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল পার্ক, নির্দিষ্ট সিল্ক পার্ক এবং অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

» রাজ্য স্তরের ব্যাঙ্কার্স কমিটির (SLBC) মাধ্যমে আমাদের সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে MSME ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ক্রেডিট ফ্লো ১৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২০১১ সালের ১২,৩০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে।

» ২০১১ সালের আগে একটিও সরকার-সমর্থিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক ছিল না, আজ এই ধরনের ৪৭টি পার্ক রয়েছে।

» ভারতের বৃহত্তম লেদার পার্ক কর্মদিগন্ত পশ্চিমবঙ্গের বানতলায় অবস্থিত, যেখানে ৫ লক্ষেরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

» স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে বিপণন সহায়তা প্রদানের জন্য আমাদের সরকার ৫৪০টি মার্কেটিং কমপ্লেক্স/হাট স্থাপন করেছে; যার মধ্যে রয়েছে বোলপুরে বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজার, আলিপুরে লেদার অ্যান্ড কটেজ প্রোডাক্ট মার্কেটিং হাব – শিল্পান্ন, নিউটাউনে বাংলার হাট এবং রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে মোট ৩৬টি বিপণি-সহ বিশ্ব বাংলা ও বাংলার শাড়ি ব্র্যান্ড।

» গত ১১ বছরে রাজ্যের তাঁতিদের প্রায় ১,১৭,০০০টি তাঁত বিতরণ করা হয়েছে।

» সরকারি সহায়তায় ১,৫০০টিরও বেশি আধুনিক পাওয়ারলুম স্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে কাপড়ের বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ১০ কোটি মিটারে পৌঁছেছে।

আগামী বছরগুলিতে আমরা যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

* **এমএসএমই ইউনিটের দিক থেকে বাংলাকে ১ নম্বর রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা:**
  ৯০ লক্ষেরও বেশি ইউনিট নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে এমএসএমই ইউনিটের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আগামী ৫ বছরে ৬০ লক্ষ নতুন ইউনিট তৈরি করা হবে যাতে এই সংখ্যা ১.৫ কোটিতে পৌঁছয়, যা দেশে সর্বোচ্চ হবে।

* **এমএসএমই ক্লাস্টার এবং শিল্পোদ্যোগের সম্প্রসারণ:**
  রাজ্য জুড়ে ৩০০টি নতুন এমএসএমই ক্লাস্টার স্থাপনের মাধ্যমে আগামী ৫ বছরে বাংলা থেকে ৫ লক্ষ উদ্যোগপতি তৈরি হবে। MSME-র জন্য ১৫ লক্ষ কোটি টাকার ক্রেডিট ফ্লো সুনিশ্চিত করা হবে।

* **১৫০টি নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপন:**
  অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে এবং নতুন শিল্পপতিদের সমস্তরকম সুবিধা প্রদান করতে, রাজ্যে ১৫০টি নতুন সম্পূর্ণ সজ্জিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরি করা হবে।

* **রপ্তানি বাড়াতে জোনাল এমএসএমই এক্সপোর্ট হাব স্থাপন:**
  বস্ত্র ও পোশাক, চামড়া, রত্ন ও অলংকার, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং হস্তশিল্পের মতো উচ্চ-সম্ভাবনাময়

ক্ষেত্রগুলিতে রপ্তানি বাড়ানোর উপর বিশেষ জোর দিয়ে হাওড়া, দুর্গাপুর, বহরমপুর এবং শিলিগুড়িতে ৪টি জোনাল এমএসএমই এক্সপোর্ট হাব তৈরি করা হবে।

* **ন্যাচারাল ফাইবার্স রিভাইভাল মিশন:**
যে চটকলগুলি বন্ধ হওয়ার মুখে সেগুলিকে পুনরায় চালু করতে এবং পাটজাত দ্রব্যগুলিকে আরও বেশি বাজারজাত ও জনপ্রিয় করে তুলতে একটি বিশাল পরিসরে পাট শিল্প পুনরুজ্জীবন মিশন গ্রহণ করা হবে। এর পাশাপাশি, অন্যান্য প্রাকৃতিক তন্তু এবং বস্ত্রকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা এবং সেগুলির প্রচারের উপর আরও বেশি করে জোর দেওয়া হবে।

* **রাজ্যের অনন্য শিল্পকর্মের জন্য 'মেড ইন বেঙ্গল' স্বীকৃতি:**
রাজ্যের নিজস্ব ও অনন্য শিল্পকর্মগুলিকে পরিচিত করতে, স্বীকৃতি দিতে এবং সেগুলির প্রসার ঘটাতে 'মেড ইন বেঙ্গল' সম্মাননা চালু করা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে পণ্যের স্বকীয়তা ও আসল পরিচয় নিশ্চিত করা হবে এবং প্রাচীন কারুশিল্পকে সুরক্ষা দেওয়া হবে। এর ফলে স্থানীয় শিল্পীদের জীবিকাও আরও মজবুত হবে। এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে তুলাইপাঞ্জি চাল, বিষ্ণুপুরী বালুচরি, টেরাকোটা মূর্তি, ডোকরা শিল্পের মতো ঐতিহ্যবাহী পণ্যসমূহ; পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তির জন্য সমীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত নতুন পণ্যের একটি বিস্তৃত পরিসরও এতে যোগ করা হবে।

* **বিশ্ব বাংলা-র আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও উপস্থিতি আরও শক্তিশালী করা: বাংলার সেরা তাঁত শিল্প, হস্তশিল্প, কৃষিজাত পণ্য এবং সৃজনশীল শিল্পকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে বিশ্ব বাংলা-কে একটি প্রিমিয়াম আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এই উদ্যোগের মধ্যে থাকবে:**

  - আন্তর্জাতিক খুচরো বিপণন সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্ব
  - ই-কমার্সের পরিধি আরও বাড়ানো
  - আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাগুলিতে অংশগ্রহণ
  - GI ট্যাগ প্রাপ্ত পণ্যগুলির ব্যাপক প্রচার
  - কঠোরভাবে পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও শংসাপত্রের ব্যবস্থা
  - সমসাময়িক ডিজাইনের নতুনত্ব আনা এবং বড় মাপের ব্র্যান্ডিং প্রচার এই সবকিছুর লক্ষ্য হল বিশ্ব বাংলা-কে বিশ্বমঞ্চে নির্ভরযোগ্যতা, উৎকর্ষ এবং সাংস্কৃতিক গর্বের এক অটুট প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

১২. স্বাস্থ্য পরিষেবা

প্রধান লক্ষ্যসমূহ

- প্রতিটি ব্লক এবং শহরে বার্ষিক দুয়ারে চিকিৎসা ক্যাম্প আয়োজন এবং সমস্ত ব্লক-স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান স্থাপনের মাধ্যমে সকলের জন্য সহজলভ্য এবং সুলভ স্বাস্থ্যপরিষেবা সুনিশ্চিত করা হবে।

- স্বাস্থ্য সাথী হাসপাতাল নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে এবং আধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামো-সহ প্রতিটি জেলার জন্য একটি করে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুবিধা সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো বা সক্ষমতাকে আরও মজবুত করা হবে।

আমাদের সাফল্য

» ২০১১ সাল থেকে বাংলায় স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয় ৬ গুণ বেড়েছে।

» স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের অধীনে ২.৪৫ কোটি পরিবারের ৮.৭২ কোটি মানুষ স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা পেয়েছেন। রাজ্যের প্রায় ৮৫% পরিবার এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত।

» স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করার জন্য প্রায় ৭০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ১৪টি নতুন সরকারি মেডিকেল কলেজ, ৪২টি সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল, ১৩,৫০০-এরও বেশি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৭৬টি সিসিইউ, ৩টি এইচডিইউ, ১৭টি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব, ১৩টি মাদার্স ওয়েটিং হাট, ১১৭টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান এবং ১৫৮টি বিনামূল্যের ডায়াগনস্টিক সেন্টার তৈরি করা হয়েছে।

» আমাদের রাজ্যে সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ২০১১ সালের ৭১,২০০ থেকে ৩৬.২৫% বেড়ে ৯৭,০০০ হয়েছে।

» বাংলার টেলিমেডিসিন উদ্যোগ স্বাস্থ্য ইঙ্গিতের অধীনে ৭ কোটিরও বেশি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

» এমবিবিএস আসন সংখ্যা ১,৩৫৫ থেকে বেড়ে ৬,৩৪৯ হয়েছে।

» স্বাস্থ্য বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে ২১০টি মোবাইল মেডিকেল ইউনিট চালু করা হয়েছে।

» শিশু সাথী প্রকল্পের অধীনে ৬৪,০০০ শিশু জীবনদায়ী হার্ট সার্জারির সুবিধা পেয়েছে।

» চোখের আলো প্রকল্পের অধীনে ২৬ লক্ষ মানুষ বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের সুবিধা পেয়েছেন এবং ৩৪ লক্ষ মানুষ বিনামূল্যে চশমা পেয়েছেন।

» নার্সিং ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানগুলিতে মোট আসনের সংখ্যা ২,২৬৫ থেকে বেড়ে ২৮,৫৪৭ হয়েছে।

» ২০২৫ সালে, বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার ৯৯.১৩% পৌঁছেছে; মাতৃমৃত্যুর হার কমে দাঁড়িয়েছে ১০৪-এ এবং শিশুমৃত্যুর হার প্রতি ১,০০০ জনে ১৭-তে নেমে এসেছে।

» পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ভারতের প্রথম সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক (স্টেম সেল সংরক্ষণ কেন্দ্র) তৈরি করা হয়েছে।

আগামী বছরগুলিতে আমরা যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

* **প্রতিটি ব্লক এবং শহরে বছরে একবার করে দুয়ারে চিকিৎসা শিবির করা হবে:**
উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা, কেস-বাই-কেস রেফারেল, ওষুধ এবং একটি সুনির্দিষ্ট রোগী ট্র্যাকিং ও সহায়তা ব্যবস্থার মাধ্যমে পরবর্তী চিকিৎসার সুযোগ নিশ্চিত করা হবে, যাতে কোনও রোগীই চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হন।

* **প্রতিটি ব্লকে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান:**
সাশ্রয়ী মূল্যে সাধারণ ওষুধ সরবরাহ করতে এবং নাগরিকদের খরচ কমাতে ব্লক স্তরের সমস্ত পিএইচসি এবং গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান তৈরি করা হবে।

* **রাজ্যে নির্দিষ্ট কিডনি ব্যাঙ্ক স্থাপন:**
বাংলায় অঙ্গ প্রতিস্থাপনের পরিকাঠামো মজবুত করতে এবং আরও বেশি মানুষের জীবন বাঁচাতে, রাজ্য জুড়ে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কিডনি ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হবে, যাতে সঠিক ও নীতিগত উপায়ে কিডনি সংরক্ষণ, বন্টন এবং সঠিক সময়ে প্রতিস্থাপন করা সহজ হয়।

* **মানসিক স্বাস্থ্যের সংকটের ক্ষেত্রে এসওএস (SOS) কলে সাড়া দিতে রাজ্য জুড়ে মনের সাথী নামে একটি হেল্পলাইন চালু করা হবে:**
একটি দিবারাত্রি রাজ্যব্যাপী জরুরি হেল্পলাইন মনের সাথী (যা 'স্বাস্থ্য ইঙ্গিত'-এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে) তাৎক্ষণিক সংকট মোকাবিলা, আত্মহত্যা প্রতিরোধের জন্য সহায়তা এবং কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করার সুবিধা প্রদান করবে। এটি শহর এবং গ্রামীণ বাংলা জুড়ে সহজ প্রাপ্য এবং কলঙ্কমুক্ত মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করবে।

* **উন্নত স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ এবং অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষমতা বৃদ্ধি:**
প্রতিটি জেলার মানুষের কাছে সবচেয়ে নিকটে সুবিধাজনক দূরত্বের মধ্যে একটি করে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুবিধা থাকবে। জটিল রোগ মোকাবিলায় স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করতে বর্তমান সমস্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলিকে অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি, উন্নত যন্ত্রপাতি এবং প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ান দিয়ে সাজিয়ে তোলা হবে।

* **স্বাস্থ্য সাথী নেটওয়ার্কের হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি:**
স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধাগুলি যাতে সহজে পাওয়া যায়, তার জন্য গ্রামীণ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলির উপর বিশেষ জোর দিয়ে স্বাস্থ্য সাথী নেটওয়ার্কে আরও হাসপাতাল যুক্ত করা হবে।

* **অসংক্রামক রোগগুলির সার্বজনীন পরীক্ষা করার সুবিধা:**
ক্যানসার এবং ডায়াবেটিস-এর মতো জটিল রোগগুলির পরীক্ষা করার ব্যবস্থাকে সার্বজনীন করা হবে। পাশাপাশি, সমস্ত সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে নির্দিষ্ট সচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে জীবনযাত্রা এবং খাদ্যাভ্যাসের উন্নতির বিষয়ে উৎসাহিত করা হবে।

* **রাজ্য সরকারের পেনশন-প্রাপকরা অতিরিক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার কভারেজ পাবেন:**
ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের অধীনে, পেনশন-প্রাপকদের জন্য ক্যাশলেস চিকিৎসা পরিষেবার সীমা বৃদ্ধি করা হবে। বিদ্যমান ২ লক্ষ টাকার কভারেজের অতিরিক্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে, সেই অতিরিক্ত অংশের সর্বোচ্চ ৭৫% পর্যন্ত ক্যাশলেস সুবিধা প্রদান করা হবে।

* **পূর্ব ভারতে বাংলা হয়ে উঠবে মেডিকেল ভ্যালু ট্যুরিজম কেন্দ্র:**
পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েকটি অত্যন্ত সুপরিচিত ও উন্নত চিকিৎসাকেন্দ্র রয়েছে, যেগুলি সাশ্রয়ী মূল্যে বিশ্বমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে। এটি ইতিমধ্যেই আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির রোগীদের কাছে চিকিৎসার পছন্দের গন্তব্য হয়ে উঠেছে। বাইরে থেকে আসা রোগীদের সুবিধার্থে সহজে ডাক্তার দেখানোর সময় নির্ধারণ, বাধাহীন চিকিৎসা এবং সুস্থতা নিশ্চিত করতে একটি নতুন সমন্বিত পোর্টাল চালু করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব ভারতের মেডিকেল ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে প্রধান গন্তব্যে পরিণত হবে।

১৩. শিক্ষা

প্রধান লক্ষ্যসমূহ

- উচ্চমানের শিক্ষা এবং আধুনিক পঠনপাঠনের পরিকাঠামোর সুযোগ আরও প্রসারিত করতে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি করে, সমগ্র রাজ্য জুড়ে মোট ৪৩০টি মডেল স্কুল স্থাপন করা হবে।

- বাংলার শিক্ষায়তন-এর অধীনে সমস্ত সরকারি স্কুলগুলিকে স্মার্ট ক্লাসরুম, কম্পিউটার ল্যাব এবং উন্নত পরিকাঠামো-সহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় উন্নীত করা হবে।

আমাদের সাফল্য

» ১ কোটি মেয়েকে সরকারের প্রধান এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রকল্প কন্যাশ্রীর মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে।

» ১.৪৪ কোটিরও বেশি পড়ুয়া সবুজ সাথী প্রকল্পের অধীনে সাইকেল পেয়েছে।

» প্রায় ১.৬৫ কোটি শিক্ষার্থীকে (প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত) বিনামূল্যে প্রতি বছর পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়েছে।

» প্রতি বছর বিভিন্ন শ্রেণির ১.০৬ কোটি ছাত্রছাত্রীকে ইউনিফর্ম, জুতো এবং স্কুলের ব্যাগ দেওয়া হয়েছে।

» মিড-ডে মিল কর্মসূচির আওতায় (প্রাক-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) নথিভুক্ত ১.১ কোটি শিক্ষার্থীকে নিয়মিত গরম রান্না করা খাবার প্রদান করা হয়েছে।

» জাতীয় স্তরে সরকারি স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের ভর্তির হার-এর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে, যা হলো ৮৯%; যেখানে এই ক্ষেত্রে জাতীয় গড় হলো ৫২%।

» ২০২৩ সাল থেকে বাংলায় প্রাথমিক এবং উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়ে স্কুলছুটের হার শূন্য।

» ডিজিটাল মাধ্যমে পড়াশোনায় সাহায্য করতে তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৩ লক্ষ পড়ুয়াকে স্মার্টফোন এবং ট্যাব দেওয়া হয়েছে।

» উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণের জন্য স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে ১ লক্ষেরও বেশি যুবক-যুবতী উপকৃত হয়েছেন।

» স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিনস প্রকল্পের অধীনে ৩৩.৬৫ লক্ষ পড়ুয়া উচ্চশিক্ষার জন্য স্টাইপেন্ড পাচ্ছেন।

» আঞ্চলিক ভাষার প্রসারের জন্য ৪৫৬টি সাঁওতালি মাধ্যমের স্কুল, ১৯৮টি রাজবংশী মাধ্যমের স্কুল এবং ২টি কামতাপুরী মাধ্যমের স্কুল স্থাপন করা হয়েছে।

» মেয়েদের শিক্ষায় সহায়তা করতে নিরাপদ আবাসিক পঠনপাঠনের জন্য ৩৪৭টি গার্লস হোস্টেল স্থাপন করা হয়েছে।

» ২০১১ সালে ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বর্তমানে বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪২টি এবং রাজ্য-সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২টি থেকে বেড়ে ৩১টি হয়েছে।

» বাংলার ২টি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের শীর্ষ ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে।

আগামী বছরগুলিতে আমরা যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

* প্রযুক্তি-নির্ভর জব ওয়ার্ল্ডের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করতে সমস্ত সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে এআই (AI) ল্যাবের সুবিধা প্রদান:
  অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই যুগে বাংলার শিক্ষার্থীরা যাতে চাকরির বাজারের জন্য প্রস্তুত থাকে তা নিশ্চিত করা।

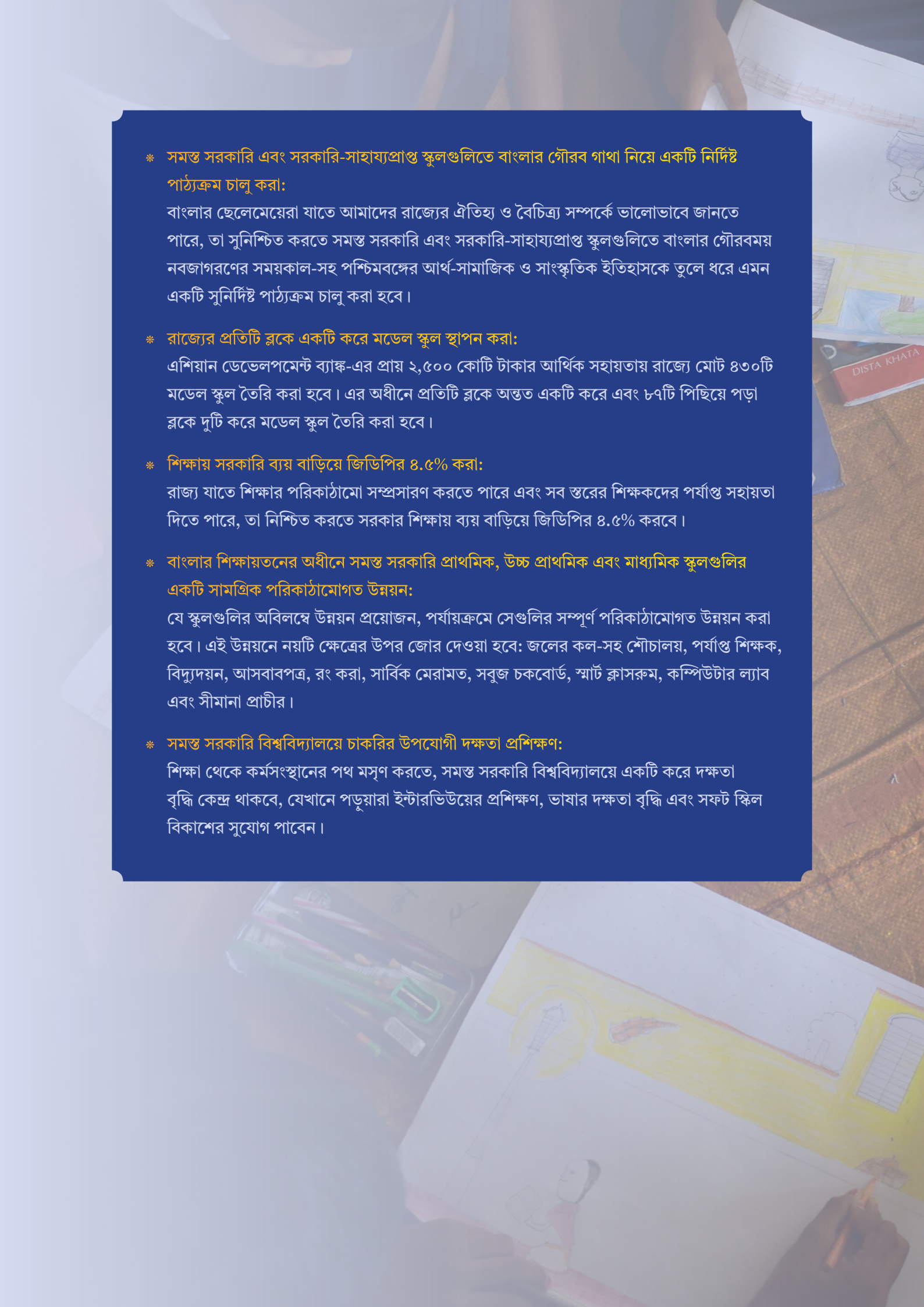

* **সমস্ত সরকারি এবং সরকারি-সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে বাংলার গৌরব গাথা নিয়ে একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম চালু করা:**
  বাংলার ছেলেমেয়েরা যাতে আমাদের রাজ্যের ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারে, তা সুনিশ্চিত করতে সমস্ত সরকারি এবং সরকারি-সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে বাংলার গৌরবময় নবজাগরণের সময়কাল-সহ পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে তুলে ধরে এমন একটি সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম চালু করা হবে।

* **রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপন করা:**
  এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক-এর প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তায় রাজ্যে মোট ৪৩০টি মডেল স্কুল তৈরি করা হবে। এর অধীনে প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি করে এবং ৮৭টি পিছিয়ে পড়া ব্লকে দুটি করে মডেল স্কুল তৈরি করা হবে।

* **শিক্ষায় সরকারি ব্যয় বাড়িয়ে জিডিপির ৪.৫% করা:**
  রাজ্য যাতে শিক্ষার পরিকাঠামো সম্প্রসারণ করতে পারে এবং সব স্তরের শিক্ষকদের পর্যাপ্ত সহায়তা দিতে পারে, তা নিশ্চিত করতে সরকার শিক্ষায় ব্যয় বাড়িয়ে জিডিপির ৪.৫% করবে।

* **বাংলার শিক্ষায়তনের অধীনে সমস্ত সরকারি প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলগুলির একটি সামগ্রিক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন:**
  যে স্কুলগুলির অবিলম্বে উন্নয়ন প্রয়োজন, পর্যায়ক্রমে সেগুলির সম্পূর্ণ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে। এই উন্নয়নে নয়টি ক্ষেত্রের উপর জোর দেওয়া হবে: জলের কল-সহ শৌচালয়, পর্যাপ্ত শিক্ষক, বিদ্যুদয়ন, আসবাবপত্র, রং করা, সার্বিক মেরামত, সবুজ চকবোর্ড, স্মার্ট ক্লাসরুম, কম্পিউটার ল্যাব এবং সীমানা প্রাচীর।

* **সমস্ত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির উপযোগী দক্ষতা প্রশিক্ষণ:**
  শিক্ষা থেকে কর্মসংস্থানের পথ মসৃণ করতে, সমস্ত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে দক্ষতা বৃদ্ধি কেন্দ্র থাকবে, যেখানে পড়ুয়ারা ইন্টারভিউয়ের প্রশিক্ষণ, ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সফট স্কিল বিকাশের সুযোগ পাবেন।

১৪. খাদ্য

প্রধান লক্ষ্যসমূহ

- কোনও যোগ্য পরিবার যাতে বাদ না পড়ে, তা নিশ্চিত করে এবং ভরতুকিযুক্ত খাদ্যশস্য নিরবচ্ছিন্নভাবে পাওয়ার সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিটি যোগ্য পরিবারকে খাদ্য সাথী প্রকল্পের অধীনে এনে সকলের খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা।

- অপচয় রোধ করতে, শস্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে বিতরণ পর্যন্ত স্বচ্ছ এবং তাৎক্ষণিক নজরদারি সুনিশ্চিত করার জন্য খাদ্যশস্য পরিবহনের ক্ষেত্রে এন্ড-টু-এন্ড ভেহিকেল ট্র্যাকিং ব্যবস্থা কার্যকর করা।

আমাদের সাফল্য

» খাদ্য সাথী প্রকল্পের অধীনে বাংলার প্রায় ৯ কোটি মানুষ সম্পূর্ণ ভরতুকিযুক্ত রেশন পেয়েছেন, যার ফলে ব্যয় হয়েছে ১,০৯,৪৬৮ কোটি টাকা।

» দুয়ারে রেশন প্রকল্পের মাধ্যমে ৭.৫ কোটি উপভোক্তা তাদের বাড়ির দোরগোড়ায় রেশন সরবরাহের সুবিধা পেয়েছেন, ব্যয় হয়েছে ১,৭১৭ কোটি টাকা।

» একটি বায়োমেট্রিক্স-ভিত্তিক সেলফ-সার্ভিস ফেসিলিটি পোর্টাল চালু করা হয়েছে, যেখানে কাগজপত্রের ঝামেলা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নেই, যার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

» খাদ্যশস্য মজুত রাখার ক্ষমতা ২০১১ সালের ৬৩,০০০ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ১২.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে।

আগামী বছরগুলিতে আমরা যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

* খাদ্যশস্য পরিবহনে স্বচ্ছতা আনতে প্রতিটি যানবাহনে ট্র্যাকিং নিশ্চিত করা:
ধান সংগ্রহ কেন্দ্র থেকে রাইস মিল, সেখান থেকে ডিস্ট্রিবিউটর এবং সবশেষে রেশন ডিলারের (FPS) দোরগোড়ায় পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে যানবাহনের গতিবিধির উপর নজরদারির জন্য রিয়েল-টাইম ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকিং চালু করা হবে। এর মূল লক্ষ্য হল- খাদ্যশস্য পরিবহনের সময় কোনও ধরনের অপচয় বা অনিয়ম পুরোপুরি রোধ করা।

* সবার জন্য খাদ্য সুরক্ষা এবং দায়বদ্ধ পরিষেবা নিশ্চিত করা:
রাজ্যের প্রতিটি যোগ্য পরিবার যাতে খাদ্য সাথী প্রকল্পের আওতায় আসে এবং কেউ বাদ না পড়ে, তা নিশ্চিত করা হবে। পণ্যের স্থানান্তর হবে সহজ ও বাধাহীনভাবে। সেলফ সার্ভিস পরিষেবা সরল হবে এবং অসহায় ও দূরবর্তী এলাকার মানুষদের সাহায্যপ্রদান অব্যাহত থাকবে।

১৫. রাস্তা

প্রধান লক্ষ্যসমূহ

- রাজ্য জুড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে আগামী ৫ বছরে পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে ১৫,০০০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হবে।

- উন্নত রোড ইঞ্জিনিয়ারিং, নিয়মকানুনের কঠোর প্রয়োগ এবং দ্রুততর জরুরি পরিষেবার মতো সুনির্দিষ্ট ও তথ্য-ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা উন্নত করা হবে।

আমাদের সাফল্য

» ২০১১ সাল থেকে রাজ্য জুড়ে মোট ১,৮৩,০৮৪ কিলোমিটার রাজ্য সড়ক, গ্রামীণ রাস্তা এবং অন্যান্য রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, একই সময়ে ৩৬১টি বড় ও মাঝারি সেতু এবং ২০টি আরওবি তৈরি করা হয়েছে, যার জন্য মোট খরচ হয়েছে প্রায় ৮৩,০০০ কোটি টাকা।

» পথশ্রী ১, ২ এবং ৩ প্রকল্পের আওতায়, কেন্দ্রের PMGSY-এর অর্থ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সারা রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ১০,৯০২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৯,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। পথশ্রী ৪ প্রকল্পের আওতায়, রাজ্য সরকার আরও ৮,৪৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০,০৩০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে।

» রাস্তা নির্মাণে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলা এই ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব পরিবহনের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছে। এর অধীনে ৩,৬৩৯টি গ্রামে ৬,৫০০ কিলোমিটারেরও বেশি প্লাস্টিকের রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

» পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনায় হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীর উপর হাই-লেভেল ব্রিজ নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অসামান্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ আমাদের রাজ্য ন্যাশনাল হাইওয়ে এক্সেলেন্স গোল্ড অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে।

» মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২,৫০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে নির্মিত ৪৪.২ কিলোমিটার দীর্ঘ কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করেছেন। ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে যুক্ত এই সিগন্যাল-মুক্ত ৪-৬ লেনের করিডোরে ২১টি ফ্লাইওভার, এলিভেটেড স্ট্রেচেজ এবং ৬ লেনের আন্ডারপাস রয়েছে। এই প্রকল্পটি কল্যাণী থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত যাতায়াতের সময় কমিয়ে ৪০ মিনিট করেছে, কাঁপা মোড় হয়ে বেলঘরিয়া থেকে বড়ো জাগুলিয়া পর্যন্ত রাস্তাকে সম্পূর্ণ সিগন্যাল-মুক্ত করেছে এবং এর পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়া জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে আরও শক্তিশালী করেছে।

আগামী বছরগুলিতে আমরা যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

* **পথশ্রীর অধীনে আগামী ৫ বছরে ১৫,০০০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা নির্মাণ:**
রাজ্যের সমস্ত জনবসতিপূর্ণ এলাকায় কার্যকর সড়ক যোগাযোগ নিশ্চিত করতে, 'পথশ্রী' প্রকল্পের অধীনে আগামী ৫ বছরে ১৫,০০০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরি করা হবে। এছাড়াও, ২,৫৫,৪৮৫ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তার নিয়মিত মানোন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

* **সড়ক নিরাপত্তার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ:**
প্রতিরোধযোগ্য সড়ক দুর্ঘটনা রোধে, উন্নত রোড ইঞ্জিনিয়ারিং, কঠোর আইন প্রয়োগ, জনসচেতনতা এবং দ্রুত এমার্জেন্সি রেসপন্স ব্যবস্থা-সহ নির্দিষ্ট ও তথ্য-ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

১৬. জল

প্রধান লক্ষ্যসমূহ

রাজ্যের ১.৭৫ কোটি গ্রামীণ পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করতে জলস্বপ্ন প্রকল্পকে সম্প্রসারিত করে ১০০% কার্যকরী গৃহস্থালির কলের জলের সংযোগ সুনিশ্চিত করা হবে।

নিরাপদ পানীয় জল এবং জলের দূষণ দ্রুত শনাক্তকরণ সুনিশ্চিত করতে প্রতিটি ব্লকে জল পরীক্ষার গবেষণাগার স্থাপন করা হবে এবং এই গবেষণাগারের সংখ্যা ২১৬টি থেকে বাড়িয়ে ৩৬৫টিতে উন্নীত করা হবে।

আমাদের সাফল্য

» গ্রামীণ বাংলায় ‘জলস্বপ্ন’ প্রকল্পের মাধ্যমে ১ কোটি গ্রামীণ পরিবারে কলের জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ১৫ বছর আগে যেখানে মাত্র ২.১৪ লক্ষ কলের জলের সংযোগ ছিল।

» ২,৮৪৭টি নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন এবং তা চালু করার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ৬.৫০ কোটিরও বেশি গ্রামীণ মানুষকে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ করা হয়েছে।

» বাংলায় ২১৬টি জল পরীক্ষার ল্যাবরেটরির একটি নেটওয়ার্ক রয়েছে, যার সবকটিই এনএবিএল (NABL) দ্বারা স্বীকৃত বা অনুমোদিত, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।

» জলস্বপ্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ‘মহাত্মা-শ্রী’-এর অধীনে মোট ২১.৬৮ লক্ষ জব কার্ড হোল্ডারকে কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে মোট ১৩.৯০ কোটি কর্মদিবস তৈরি হয়েছে এবং মজুরি হিসেবে মোট ৩,৫৭০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

» জল ধরো জল ভরো কর্মসূচির আওতায় পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ৫ লক্ষ জলাশয়, জলধারণের কাঠামো এবং বৃষ্টির জল সংরক্ষণের কাঠামোর নির্মাণ বা সংস্কার করা হয়েছে, যা সেচ, মাটির তলার জলের স্তর, গ্রামীণ জল সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে

» FMBAP-এর অধীনে জমা দেওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রের দ্বারা দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান-এর দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। রাজ্য ইতিমধ্যেই ১১৫ কিলোমিটার নদী খনন বা ড্রেজিং-এর জন্য ৩৪১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে, এবং এখন মোট ১,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আগামী দুই বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকল্পটি নিজেদের উদ্যোগেই শেষ করবে।

আগামী বছরগুলিতে আমরা যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

* **সকলের জন্য নিরাপদ পানীয় জল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, প্রতিটি বাড়িতে ১০০% কার্যকর নলবাহিত জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হবে:**
  ‘জলস্বপ্ন’ মিশনের অধীনে আরও ৭৫ লক্ষ পরিবারকে কার্যকর নলবাহিত জলের সংযোগ দেওয়া হবে। এর ফলে, রাজ্যের ১.৭৫ কোটি গ্রামীণ পরিবারে এই সংযোগ পৌঁছে যাবে।

* **প্রতিটি ব্লকে জল পরীক্ষার পরীক্ষাগার তৈরি করা হবে:**
  প্রতিটি ব্লকে পরীক্ষাগারের সুবিধা নিশ্চিত করতে জল পরীক্ষার কেন্দ্রের সংখ্যা ২১৬ থেকে বাড়িয়ে ৩৬৫ করা হবে। এর ফলে জলে কোনও দূষণ থাকলে তা দ্রুত ধরা পড়বে এবং জলবাহিত রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

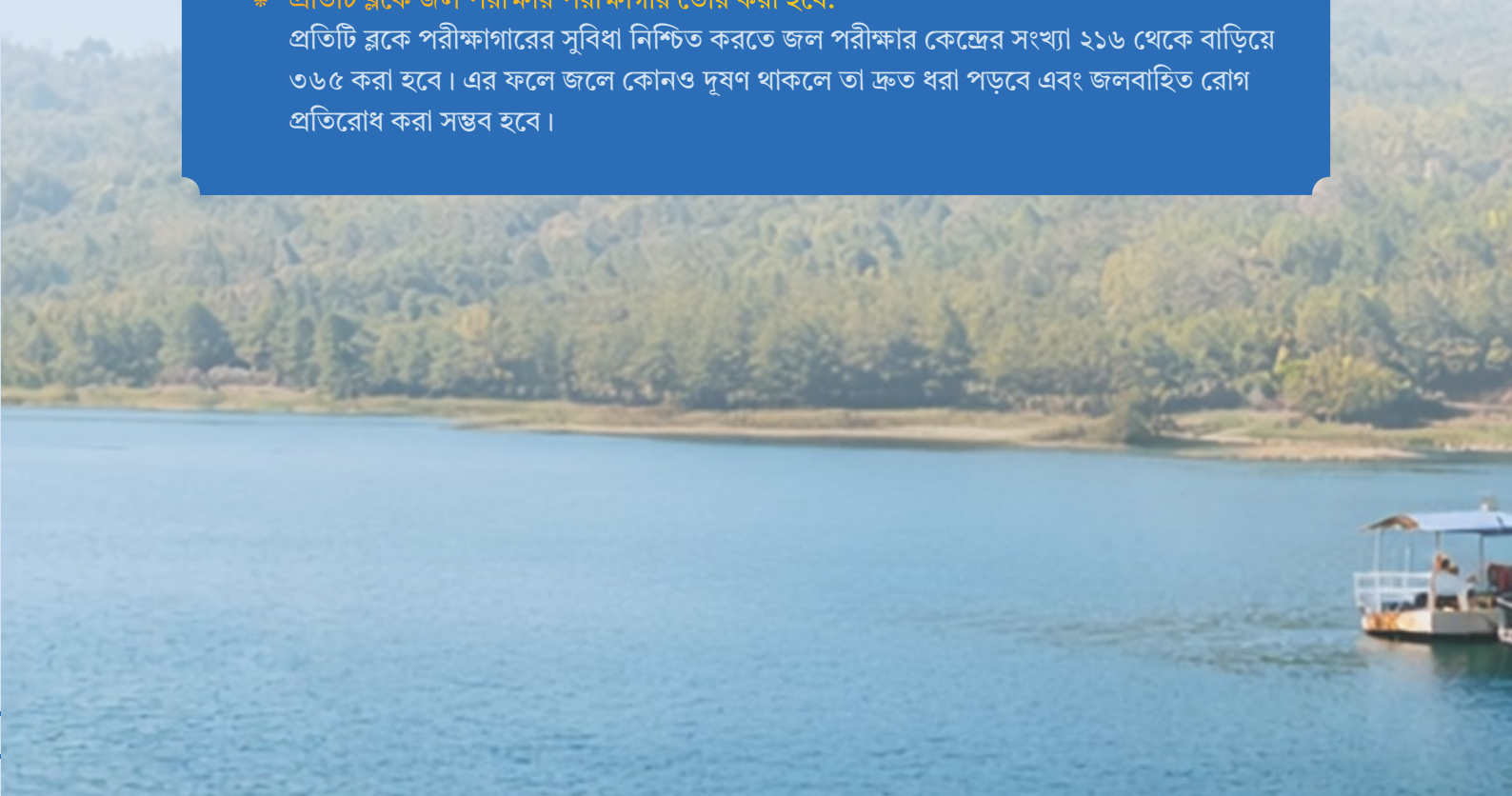

১৭. বিদ্যুৎ

প্রধান লক্ষ্যসমূহ

- ৫,০০০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ সম্প্রসারণ, ৭৫০ মেগাওয়াট ফ্লোটিং সোলার এবং ১,০০০ মেগাওয়াটের তুর্গা পাম্প স্টোরেজ প্রজেক্ট-সহ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদ্যুতের চাহিদার ব্যস্ততম সময়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাট শূন্যে নামিয়ে আনা সুনিশ্চিত করা হবে।

- পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির সম্প্রসারণ এবং পরিবার, কৃষক ও বিভিন্ন উদ্যোগ বা ব্যবসার জন্য নিশ্চিত পাওয়ার ক্রেডিট-সহ রাজ্যব্যাপী সোলার গ্রিড চালুর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ পরিবহন ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা হবে।

আমাদের সাফল্য

» বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ৯০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের ফলে, ১০০% বিদ্যুদয়নের মাধ্যমে বাংলা এখন একটি বিদ্যুৎ-উদ্বৃত্ত (প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ থাকা) রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

» ২০১১ সালে যেখানে ৩৮১টি ব্লক লো ভোল্টেজ সমস্যায় জর্জরিত ছিল, ২০২২ সালে সেই সংখ্যা কমে শূন্যে নেমে এসেছে।

» ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ডিসকম (DISCOM) ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (WBPDCL) গত ১৫ বছরে ১৭৫% প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে – তারা নতুন করে ১.৫৫ কোটি গ্রাহক যুক্ত করেছে এবং বর্তমানে তাদের মোট গ্রাহক সংখ্যা ২.৪৫ কোটি।

» সাগরদিঘি, সাঁওতালডিহি এবং বক্রেশ্বরের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি ধারাবাহিকভাবে ভারতের শীর্ষ দশটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে স্থান পেয়েছে।

» সাগরদিঘিতে ৪,৫৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৬৬০ মেগাওয়াটের একটি সুপারক্রিটিকাল ইউনিট, যা পূর্ব ভারতে এই ধরনের প্রথম উদ্যোগ, ১৬.৭ লক্ষ পরিবারকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে প্রস্তুত। এর পাশাপাশি এটি ২৬,০০০ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি করবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা আরও সম্প্রসারিত করতে শালবনিতে ১৬,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে একটি ১,৬০০ মেগাওয়াটের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, যা ১৫,০০০ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

» ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (WBSETCL) বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষেত্রে ট্রান্সমিশন লস কমিয়ে ২.১৪%-এ নামিয়ে এনেছে এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের প্রাপ্যতা ৯৯.৯৬%-এ উন্নীত করেছে, যা ভারতের সমস্ত বিদ্যুৎ পরিবহন সংস্থাগুলির মধ্যে সেরা।

» প্রথমবারের মতো, WBPDCL-এর বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির কয়লার সম্পূর্ণ চাহিদা ক্যাপটিভ মাইন থেকে মেটানো হয়েছে, যার ফলে কোল ইন্ডিয়া-এর অধীনস্থ সংস্থাগুলির উপর নির্ভরতা দূর হয়েছে। একই বছরে WBPDCL রাজ্য সরকারকে লভ্যাংশ হিসেবে ১০৪ কোটি টাকা প্রদান করেছে এবং ৪০.৯৬ কোটি টাকা বিনিয়োগে সাগরদিঘিতে একটি ৫ মেগাওয়াটের সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করেছে।

আগামী বছরগুলিতে আমরা যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

* **বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদার সময়েও বিদ্যুৎ বিভ্রাট হবে না:**
  রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে বিশেষ পদক্ষেপ করা হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ৫,০০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বৃদ্ধি, ৭৫০ মেগাওয়াটের ফ্লোটিং সোলার পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন এবং ১,০০০ মেগাওয়াটের তুর্গা পাম্প স্টোরেজ প্রজেক্ট। এর ফলে, সবচেয়ে বেশি চাহিদার মাসগুলিতেও বিদ্যুৎ সরবরাহ যাতে ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করা যাবে।

* **গ্রিন এনার্জির উপর বেশি জোর:**
  গ্রিন হাইড্রোজেন পলিসির নোটিফিকেশন জারি এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে খরচ বাড়ানোর মাধ্যমে, পশ্চিমবঙ্গ এখন জলবায়ু-সচেতন ভবিষ্যতের জন্য পরিচ্ছন্ন শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর উপর জোর দেবে।

* **রাজ্যবাসীর জন্য নিশ্চিত বিদ্যুৎ ক্রেডিটের সুবিধা-সহ সোলার গ্রিড চালু করা:**
  পশ্চিমবঙ্গে একটি বিস্তৃত সৌরবিদ্যুৎ গ্রিড স্থাপন করা হবে এবং একটি নিশ্চিত বিদ্যুৎ ক্রেডিটের সুবিধা চালু করা হবে, যাতে সাধারণ পরিবার, কৃষক এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ গ্রিডে সরবরাহ করতে পারে এবং বিদ্যুৎ বিলে ভরতুকি পেতে পারবে; এর ফলে দূষণমুক্ত শক্তির ব্যবহার দ্রুত বাড়বে এবং পাশাপাশি বিদ্যুতের খরচ ও কার্বন ফুটপ্রিন্টও কমবে।

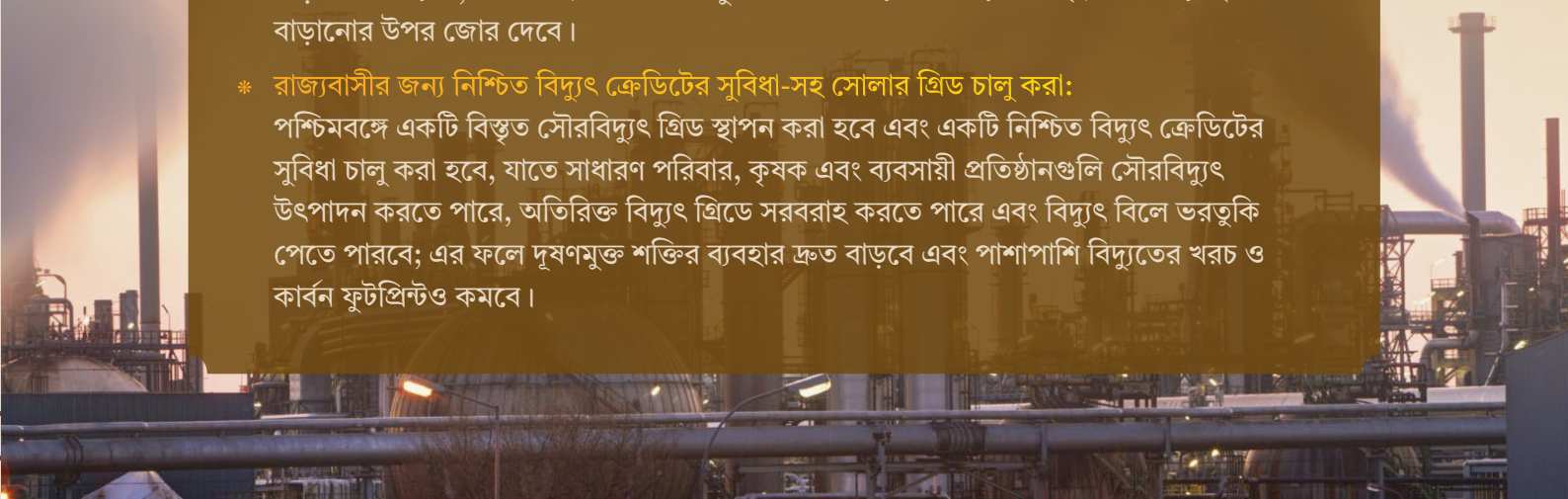

১৮. পর্যটন

প্রধান লক্ষ্যসমূহ

- ভারতবর্ষের ১ নম্বর পর্যটন গন্তব্য হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং আন্তর্জাতিক পর্যটনের প্রসার ঘটিয়ে বার্ষিক বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ৫ কোটিতে উন্নীত করা হবে।

- বাংলার সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক পর্যটন পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করতে শিব-শক্তি, বৈষ্ণব এবং বৌদ্ধ সার্কিট-সহ সমন্বিত ধর্মীয় পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলা হবে।

আমাদের সাফল্য

» পশ্চিমবঙ্গে MICE (মিটিং, ইনসেনটিভ, কনফারেন্স এবং এক্সিবিশন) ক্ষেত্রটি প্রতি বছর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের রাজ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১,১৮৫টি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১,৩০০টি এই ধরনের ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছে।

» বাংলায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানগুলির জন্য বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার, বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণ এবং ধনধান্য অডিটোরিয়াম-এর মতো সেরা স্থানগুলির একটি নেটওয়ার্ক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার পাশাপাশি ১৫০টিরও বেশি স্টার ক্যাটাগরির হোটেল রয়েছে।

» রাজ্যে ৪৪টি বিলাসবহুল হোটেল নির্মাণের জন্য বাংলায় ৬,৫১০ কোটি টাকার বিপুল বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যা ১০,০০০ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

» রাজ্য পর্যটন দপ্তর ১০০টিরও বেশি ধর্মীয় পর্যটন সার্কিট চিহ্নিত করে তার মানোন্নয়ন করেছে, যার মধ্যে ৬টি সাংস্কৃতিক অঞ্চলের ৪০০টিরও বেশি উল্লেখযোগ্য স্থান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

» ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রক কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত ইন্ডিয়া ট্যুরিজম ডেটা কমপেনডিয়াম ২০২৫ অনুযায়ী, বিদেশি পর্যটকদের আগমনের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ২০২৫ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত বাংলা ২৪.২৪ কোটি দেশি ও বিদেশি পর্যটককে স্বাগত জানিয়েছে।

» ভারতের প্রধান ধর্মীয় সমাবেশগুলির মধ্যে কুম্ভ মেলার পরই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়েছে বাংলার গঙ্গাসাগর মেলায়।

» পর্যটকদের কাছে কলকাতাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে নিউটাউনে ইকো পার্ক (প্রকৃতি তীর্থ) তৈরি করা হয়েছে— যা ৪৮০ একর সবুজ গাছপালায় ঘেরা পরিবেশের মাঝে অবস্থিত একটি ১১২ একরের বিশাল ও দর্শনীয় জলাশয়। এর পাশাপাশি, পর্যটন এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সম্পন্ন বিভিন্ন স্থান যেমন রবীন্দ্র তীর্থ, নজরুল তীর্থ, মাদার্স ওয়াক্স মিউজিয়াম এবং কলকাতা গেট নির্মাণ করা হয়েছে। ব্যারাকপুরে বীর শহিদ মঙ্গল পাণ্ডের স্মৃতিতে উৎসধারা পর্যটন প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

» চা পর্যটন-এর উন্নয়ন স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সুনিশ্চিত করেছে, যা তাদের আয়ের উৎসগুলিকে বহুমুখী করতে সাহায্য করছে এবং এর ফলে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে।

আগামী বছরগুলিতে আমরা যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

* **পর্যটন ক্ষেত্রে বাংলাকে ১ নম্বর রাজ্যে পরিণত করা:**
২০২৪ সালে দেশি এবং বিদেশি পর্যটকদের আগমনের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যেই দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ভরপুর আমাদের এই রাজ্যকে আমরা ভারতের সেরা পর্যটন গন্তব্য হিসেবে আরও উন্নত করে তুলব। আমাদের লক্ষ্য হল, প্রতি বছর যাতে অন্তত ৫০ মিলিয়ন বিদেশি পর্যটক বাংলায় ঘুরতে আসেন, তা নিশ্চিত করা।

* **পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের MICE পর্যটনের পথপ্রদর্শক হিসেবে গড়ে তোলা:**
রাজ্যজুড়ে গড়ে ওঠা কনভেনশন হল, অডিটোরিয়াম এবং অনুষ্ঠানস্থলের ক্রমবর্ধমান নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে বাংলাকে ভারতের পরবর্তী প্রধান MICE পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

* **পশ্চিমবঙ্গে তিনটি পৃথক সমন্বিত ধর্মীয় পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলা হবে, শিব-শক্তি সার্কিট, বৈষ্ণব সার্কিট এবং বৌদ্ধ সার্কিট:**
পশ্চিমবঙ্গে তিনটি সমন্বিত ধর্মীয় পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলা হবে। এর মধ্যে রয়েছে কলকাতা-

বীরভূম-হুগলি জুড়ে বিস্তৃত শিব-শক্তি সার্কিট, নদিয়া-হুগলি-মুর্শিদাবাদ-মেদিনীপুর নিয়ে গঠিত বৈষ্ণব সার্কিট এবং বৌদ্ধ সার্কিট উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমাঞ্চলীয় মালভূমি অঞ্চলকে যুক্ত করবে। এই সার্কিটগুলিতে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, তীর্থযাত্রীদের জন্য পরিচ্ছন্ন পরিকাঠামো, নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা এবং আধুনিক জনপরিষেবা নিশ্চিত করা হবে।

* **বিষ্ণুপুর এবং বীরভূমের জন্য দুটি নতুন পর্যটন প্যাকেজ:**
রাজ্যের ভেতরে পর্যটনকে আরও প্রচার করতে দুটি নতুন বিশেষ পর্যটন প্যাকেজ চালু করা হবে। এর মধ্যে একটি প্যাকেজ দেওয়া হবে বীরভূম জেলায়, শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে এবং অন্যটি দেওয়া হবে মন্দির-নগরী বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে।

DARJEELING
HIMALAYAN RAILWAY
DHR
924

১৯. সংস্কৃতি

প্রধান লক্ষ্যসমূহ

- বাংলার ভাষাগত ঐতিহ্যের জাতীয় স্বীকৃতি এবং মর্যাদা সুনিশ্চিত করতে রাজবংশী এবং কুড়মালি ভাষার জন্য সংবিধানের অষ্টম তফসিলের স্বীকৃতি সুনিশ্চিত করা হবে।

- বাংলার সমৃদ্ধশালী চলচ্চিত্রের ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং ডিজিটাইজ করার জন্য প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটককে উৎসর্গ করে একটি অত্যাধুনিক ফিল্ম আর্কাইভ এবং ফিল্ম রেস্টোরেশন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

আমাদের সাফল্য

» লোকপ্রসার প্রকল্পের মাধ্যমে ১.৯২ লক্ষ লোকশিল্পীকে সহায়তা করা হচ্ছে (রিটেনার শিল্পী: ১.৫ লক্ষ, পেনশনভোগী: ৪২,০০০ জন)। তাঁদের প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা করে রিটেনার ফি/পেনশন প্রদান করা হয়।

» বাংলার দুর্গাপুজো (যা প্রতিবছর ৭০,০০০ কোটি টাকা আয়ের সংস্থান তৈরি করে), ইউনেস্কোর আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (Intangible Cultural Heritage of Humanity)-র স্বীকৃতি পেয়েছে।

» ২৫০ কোটি টাকার দিঘার জগন্নাথ ধাম আমাদের রাজ্যের সাংস্কৃতিক গৌরবের এক উজ্জ্বল প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। পাশাপাশি, গঙ্গাসাগর যাত্রীদের জন্য আসন্ন ১,৭০০ কোটি টাকার গঙ্গাসাগর সেতু, শিলিগুড়ির কাছে মাটিগাড়ায় ১৭ একর জুড়ে মহাকাল মন্দির ও সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স এবং নিউটাউনে ১৫ একর জুড়ে দুর্গা অঙ্গন আমাদের রাজ্যের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

» সাঁওতালি, কুরুখ, কুড়মালি, রাজবংশী, কামতাপুরী, হিন্দি, উর্দু, তেলুগু, ওড়িয়া, নেপালি, এবং পাঞ্জাবি ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যা প্রতিটি ভাষাকে সম্মান জানানো এবং সব ভাষাভাষী মানুষকে আপন করে নেওয়ার প্রতি আমাদের রাজ্যের দায়বদ্ধতারই পরিচায়ক।

» ২০২৩ সালে বিধানসভায় সারনা/সারি ধর্মের স্বীকৃতির জন্য একটি বিল পাশ হয়েছে, এবং বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে।

» নবদ্বীপ ও কোচবিহারকে হেরিটেজ শহর হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। তারকেশ্বর, তারাপীঠ, বক্রেশ্বর ও পাথরচাপুরির জন্য উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা হয়েছে।

» আমরা উদ্বোধন করেছি দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণি স্কাইওয়াক, কালীঘাট স্কাইওয়াক এবং জল্পেশ মন্দিরের স্কাইওয়াক।

» আমরা তারকেশ্বর, তারাপীঠ, কঙ্কালিতলা, ফুল্লরা মন্দির, কপিল মুনির মন্দির, মাহেশের জগন্নাথ মন্দির, রাধাবল্লভ মন্দির, ঝাড়গ্রামে কণকদুর্গা মন্দির, কোচবিহারে মদনমোহন মন্দির, বাণেশ্বর মন্দির, শিবযজ্ঞ মন্দির, দেবী চৌধুরানী মন্দির, ভবানী পাঠক-এর মন্দির, ভ্রামরী দেবীর মন্দির, গর্তেশ্বরী ও গর্ভেশ্বরী মন্দির, জটিলেশ্বর মন্দির, রাজবাড়ী শিব মন্দির ও মনসা মন্দিরের মতো অসংখ্য ছোটবড়ো মন্দিরের সংস্কারসাধন ও সৌন্দর্যায়নের কাজ হয়েছে।

» রাজ্য সরকার বাংলার আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা ও সমৃদ্ধ করতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে। কচুয়া ও চাকলায় বাবা লোকনাথের ধাম, শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আশ্রম এবং মা সারদা দেবীর বাসগৃহের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে। একইসঙ্গে, বনহুগলির ওঙ্কারনাথ মিশনের সামনে থাকা সড়কটির নামকরণ করা হয়েছে ওঙ্কারনাথ সরণী হিসেবে। বাবা ওঙ্কারনাথকে উৎসর্গ করে একটি তোরণও নির্মাণ করা হয়েছে।

» বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটে এবং সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে সম্পর্কিত দুটি বাসভবন অধিগ্রহণ করে যথাক্রমে রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে, যাতে সেগুলি সংরক্ষণ করা যায় এবং মানুষ সেখানে যুক্ত হতে পারে। স্বামীজির বাড়িতে অবস্থিত মিউজিয়ামের রক্ষণাবেক্ষণ ও কার্যক্রমের জন্য রাজ্য সরকার প্রতি বছর অনুদান দেয়। এছাড়াও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে নিউটাউনে একটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বিবেকতীর্থ গড়ে তোলা হচ্ছে। আমরা জমি সরবরাহ করেছি এবং RKM-এর আওতায় নির্মাণ খরচের একটি অংশও বহন করেছি।

» এর পাশাপাশি, ফুরফুরা শরীফের উন্নয়নের জন্য নানাবিধ সংস্কার এবং গাজী জাফর খান দরগার সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে।

» রাজ্য আদিবাসী সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়ে বিরসা মুন্ডার জন্মদিন, করম পূজা, আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস, হুল দিবস, জঙ্গলমহল উৎসব, আদিবাসী উৎসব এবং জয় জোহার আদিবাসী মেলা-সবই উদ্‌যাপন করা হয়। আমরা এছাড়াও জাহের থান আর মাঝি থান সংস্কারের জন্যও আর্থিক সহায়তা করেছি।

» বাবুরহাটে মহাবীর চিলা রায়ের ১৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ব্রোঞ্জের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এটি রাজবংশী সম্প্রদায়ের ইতিহাসকে সম্মান জানায় এবং এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করে।

আগামী বছরগুলিতে আমরা যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

* **ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলে রাজবংশী ও কুড়মালি ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা:**
  আমাদের সরকার ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলে কুড়মালি ও রাজবংশী ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠিয়েছে। এই প্রস্তাব যাতে কার্যকর হয়, তাই আমরা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছি। রাজবংশী ও কামতাপুরী ভাষাকে জাতীয় স্তরে প্রাপ্য সম্মান ও স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে আগামী দিনেও আমরা এই প্রচেষ্টা জারি রাখব।

* **ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার পৈতৃক বাড়ি, মন্দির ও উপনয়ন স্থলের পুনরুদ্ধার ও পুনর্বিকাশ:**
  ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে, আমরা কোচবিহারের খলিসামারিতে তাঁর পৈতৃক বাড়ি এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও উপাসনার মন্দিরের কাঠামোগত পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেব। পাশাপাশি, রাজগঞ্জের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের চিয়ারিখারিতে অবস্থিত তাঁর স্বনামধন্য উপনয়নস্থলটিরও সৌন্দর্যায়ন করা হবে, যাতে এই পবিত্র স্থানটি তার প্রাপ্য গৌরব লাভ করে।

* **চলচ্চিত্র পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ঋত্বিক ঘটকের নামে একটা অত্যাধুনিক ফিল্ম আর্কাইভ সেন্টার গড়ে তোলা হবে:**
  কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটককে শ্রদ্ধা জানিয়ে, তাঁর সম্মানে একটি অত্যাধুনিক সিনেমা আর্কাইভ এবং পুনরুদ্ধার কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। বাংলার সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র ঐতিহ্যকে রক্ষা, সংস্কার এবং ডিজিটাল রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কেন্দ্রে চলচ্চিত্রের আসল রিল, চিত্রনাট্য, পোস্টার এবং চলচ্চিত্র সংক্রান্ত নানা ইতিহাস সংরক্ষিত থাকবে। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে পুরনো সিনেমা সংস্কারের পাশাপাশি এটি চলচ্চিত্র নির্মাতা, ছাত্রছাত্রী এবং গবেষকদের জন্য একটি উন্মুক্ত আর্কাইভ ও গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

* **বাংলাকে ভারতের এআই ব্যবহারের জন্য সবচেয়ে উপযোগী ভাষা হিসেবে গড়ে তোলা:**
  তরুণ প্রজন্ম, গবেষক, স্টার্টআপ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিচের বিষয়গুলির সহায়তার জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা হবে;
  - বাংলা ভাষায় উন্নত এআই (AI) টুল এবং অ্যাপ্লিকেশন তৈরি
  - বাংলার বিভিন্ন আঞ্চলিক উপভাষার প্রতি সেন্সেটিভ স্পিচ রিকগনিশন এবং টেক্সট-টু-স্পিচ সিস্টেম তৈরি
  - নিখুঁত অনুবাদের জন্য ক্রস-লিঙ্গুয়াল মডেল তৈরি
  - বিস্তারিত বাংলা ডিজিটাল আর্কাইভ, ডেটাসেট এবং ওপেন সোর্স ভাষা সম্পদ তৈরি

* বারুইপুরে গড়ে উঠবে নতুন ‘কালচারাল সিটি’:

বারুইপুরে ‘টেলি অ্যাকাডেমি’ প্রতিষ্ঠার পর, এবার সেই অ্যাকাডেমিকে কেন্দ্র করেই একটি নতুন কালচারাল সিটি গড়ে তোলা হবে, যাতে পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ টেলিভিশন শিল্প আরও বিকাশের সুযোগ পায়।

* গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় মেলা ও উৎসবগুলিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে “রাজ্য মেলা”-র মর্যাদা দান ও সহায়তা প্রদান:

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার গুরুত্বপূর্ণ মেলা ও উৎসবকে সরকারিভাবে “রাজ্য মেলা”-র মর্যাদা দেওয়া হবে। এর মধ্যে রয়েছে- উত্তর ২৪ পরগনার বারুণী মেলা, বীরভূমের কেন্দুলি মেলা, আলিপুরদুয়ারের মহাকাল শিবরাত্রি উৎসব, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর মেলা, বীরভূমের বক্রেশ্বর মেলা, হুগলির তারকেশ্বর শ্রাবণী মেলা, হাওড়ার রামোৎসব মেলা, জলপাইগুড়ির জল্পেশ শ্রাবণী মেলা, নদিয়ার বারোদোল মেলা, মেদিনীপুরের উরস মেলা, মুর্শিদাবাদের খোদা খিজির উৎসব, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বনবিবি উৎসব এবং কোচবিহারের রাস উৎসব। এই মর্যাদার ফলে এই মেলাগুলিতে উন্নত পরিকাঠামো, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রচারের ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা পাওয়া যাবে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষিত হবে, অন্যদিকে মেলা সংলগ্ন এলাকার শিল্পী, কলাকুশলী এবং স্থানীয় মানুষের জীবিকার মানও উন্নত হবে।

২০. ক্রীড়া

প্রধান লক্ষ্যসমূহ

- দৈনন্দিন খেলাধুলায় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে, শহরাঞ্চল এবং শহরতলিতে কমিউনিটি টার্ফ, মাল্টি-স্পোর্ট অ্যারেনা এবং স্থানীয় মাঠগুলির মানোন্নয়ন-সহ আধুনিক ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

- ডুমুরজলায় অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং একটি সমন্বিত স্পোর্টস মেডিসিন হাব-সহ একটি স্পোর্টস সিটি স্থাপন করা হবে, যা উচ্চমানের ক্রীড়াবিদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলার সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবে।

আমাদের সাফল্য

» খেলাশ্রী প্রকল্পের আওতায় ৩৮,৪২৫টি ক্লাবকে প্রথম বছরে ২ লক্ষ টাকা এবং পরবর্তী তিন বছরে প্রতি বছরে ১ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, বোর্ড অফ অ্যাথলেটিক্সে (BOA) নিবন্ধিত ৩৪টি স্টেট লেভেল অ্যাসোসিয়েশনকে ৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে এবং ১,৩২১টি কোচিং ক্যাম্পকে ১ লক্ষ টাকা করে অর্থ সহায়তা করা হয়েছে। পাশাপাশি, ২০২৩ সাল থেকে ১,৫৮০ জন অবসরপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদের জন্য মাসিক ১,০০০ টাকার সাম্মানিক চালু করা হয়েছে যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

» সমগ্র রাজ্য জুড়ে ফুটবল, সাঁতার, তিরন্দাজি, রাইফেল শুটিং, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, টেবিল টেনিস ইত্যাদির জন্য ৮টি স্পোর্টস একাডেমি স্থাপন করা হয়েছে।

» রাজ্যে ৭৪টি স্টেডিয়াম এবং ৪৪টি ইয়ুথ হোস্টেল স্থাপন করা হয়েছে এবং সেগুলির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

» উল্লেখযোগ্য পর্বতশৃঙ্গ আরোহণকারী পর্বতারোহীদের সম্মান জানাতে তেনজিং নোরগে – রাধানাথ শিকদার পুরস্কার এবং ছন্দা গায়েন ব্রেভারি পুরস্কার চালু করা হয়েছে।

» আমাদের সরকার প্রথমবারের জন্য সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের অর্থ সাহায্যে পরিচালিত ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজও শুরু করেছে।

» ইস্টবেঙ্গল এফসি, মোহনবাগান এফসি এবং মহমেডান এসসি-র আরও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ২৭ কোটি টাকারও বেশি অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও তাদেরকে বঙ্গবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

আগামী বছরগুলিতে আমরা যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

❋ **শহর ও শহরতলি এলাকার ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন:**
রাজ্যে খেলাধুলার চর্চা বা সংস্কৃতিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে, শহর এবং শহরতলির ক্রীড়া পরিকাঠামোকে আরও সম্প্রসারিত করা হবে। এর জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে ব্যবহারের যোগ্য কমিউনিটি টার্ফ, ছোট মাল্টি-স্পোর্ট এরিনা তৈরি করা এবং স্থানীয় মাঠগুলির মানোন্নয়ন করা হবে; যাতে প্রতিদিনের খেলাধুলা ও প্রশিক্ষণের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত আলোযুক্ত এবং সহজেই পৌঁছানো যায় এমন জায়গা নিশ্চিত করা যায়।

❋ **রাজ্যে একটি বার্ষিক রাজ্যব্যাপী ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে:**
বাংলার যুবসমাজ যাতে তাদের খেলার প্রতি ভালোবাসাকে আরও ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারে, সেই লক্ষ্যে রাজ্যব্যাপী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। এর মাধ্যমে সম্ভাবনাময় তরুণ অ্যাথলিটদের খুঁজে বের করা হবে, তাদের প্রতিভাকে গড়ে তোলা হবে এবং যুবসমাজকে খেলাধুলায় আরও বেশি করে যোগ দিতে উৎসাহিত করা হবে।

❋ **জিমনাস্টিকস, যোগব্যায়াম, বক্সিং, ভলিবল, বাস্কেটবল, অ্যাথলেটিক্স এবং অন্যান্য নতুন ধরনের খেলার জন্য নতুন ক্রীড়া অ্যাকাডেমি:**
প্রচলিত এবং নতুন সব ধরনের খেলাধুলায় তরুণ প্রতিভাদের নিয়ম মেনে খুঁজে বের করা, তাদের

গড়ে তোলা এবং বিশ্বমানের কোচিং ও উন্নত সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে পেশাদার প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য রাজ্যে ১০টি নতুন ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

* **ডুমুরজলায় একটি নতুন ক্রীড়া শহর স্থাপন:**
ক্রীড়া এবং ক্রীড়াবিদদের ন্যায্য সম্মান প্রদান করতে আমরা ডুমুরজলায় একটি ক্রীড়া শহর গড়ে তুলছি। এই শহরে আধুনিক মানের পরিকাঠামো এবং একটি ক্রীড়া চিকিৎসা কেন্দ্র থাকবে।

* **রাজ্যের ক্রীড়া ক্লাবগুলিকে তাদের সমগ্র মানোন্নয়নের জন্য সহায়তা বৃদ্ধি করা:**
রাজ্যের ক্রীড়া ক্লাবগুলির ঐতিহ্যকে বহন করার জন্য, আগামী প্রজন্মের চ্যাম্পিয়নদের আরও দক্ষ করে তুলতে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক এবং পরিকাঠামোগত সহায়তা প্রদান করা হবে।

* **দেশের প্রথম সমন্বিত ক্রীড়া চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন:**
দেশের প্রথম সমন্বিত ক্রীড়া চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে, যা SSKM হাসপাতালের ক্রীড়া চিকিৎসা কেন্দ্রের সম্প্রসারিত অংশ হিসেবে কাজ করবে। এখানে যে কোনও আঘাতের চিকিৎসা, অন্যান্য উন্নত চিকিৎসা, পুনর্বাসন, ক্রীড়া বিজ্ঞান, পুষ্টি এবং মানসিক স্বাস্থ্য, সবকিছু এক ছাদের তলায় একসঙ্গে থাকবে। এই কেন্দ্রটি বিভিন্ন শাখার খেলোয়াড়দের সহায়তা করবে এবং বাংলাকে হাই পারফরমেন্সের ক্রীড়া এবং খেলোয়াড়দের সুস্থতার জন্য একটি জাতীয় কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

* **শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা:**
শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী উন্নীত করা হবে, যা এটিকে একটি আধুনিক, বিশ্বমানের ক্রীড়া মঞ্চে পরিণত করবে। এই মানোন্নয়নের মধ্যে থাকবে খেলার মাঠের উন্নত মান, দর্শক সুবিধার সম্প্রসারণ, উন্নত আলো ও সম্প্রচার পরিকাঠামো এবং ক্রীড়াবিদদের সুবিধা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী উন্নত করা। এর ফলে শিলিগুড়ি উচ্চপর্যায়ের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজন করতে পারবে, স্থানীয় প্রতিভার বিকাশ করবে এবং ভবিষ্যতে রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

* **বাংলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রামীণ অলিম্পিক্স:**
প্রকৃত ক্রীড়া প্রতিভা যাতে কোনওরকম সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, সরকার তার জন্য প্রতি ৪ বছরে রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে গ্রামীণ অলিম্পিক্স আয়োজন করবে। এতে অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল, ভলিবল, কাবাডি, স্থানীয় ক্রীড়া এবং নতুন ধারার খেলা প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যেখানে বয়স এবং লিঙ্গ অনুযায়ী বিভাগ, পেশাদার রেফারিং, প্রতিভা শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া এবং বিজয়ীদের ব্লক, জেলা ও রাজ্য পর্যায়ের চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের স্পষ্ট পথ থাকবে।

* **বাংলায় আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রচেষ্টা:**

বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা বিদ্যমান ক্রীড়া পরিকাঠামোকে আরও উন্নততর করব, যাতে ভারতে সকল প্রধান আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে বাংলাই অগ্রাধিকার পায়। জাতীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়, কৌশলগত বিডিং এবং শক্তিশালী প্রশাসন ও ভালো পরিকাঠামো ব্যবস্থাকে তুলে ধরে প্রস্তুতিগুলিকে সামনে নিয়ে এসে, বাংলা বিশ্বমানের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য সবচেয়ে পছন্দের এবং উপযুক্ত আয়োজক হিসেবে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করবে।

২১. পরিবেশ

প্রধান লক্ষ্যসমূহ

- গঙ্গা ভাঙন রোধ করতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনসমাজের জীবন ও জীবিকা রক্ষা করতে মালদা এবং মুর্শিদাবাদের জন্য একটি রিভারব্যাঙ্ক প্রোটেকশন মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন করা হবে।

- বাংলার সংবেদনশীল বাস্তুতন্ত্র এবং বিপন্ন প্রজাতিগুলিকে রক্ষা করার জন্য জলাভূমিগুলির পুনরুদ্ধার এবং একটি বায়োডাইভার্সিটি জিন ব্যাঙ্ক স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশগত সংরক্ষণকে আরও শক্তিশালী করা হবে।

আমাদের সাফল্য

» গত ১৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গের বনাঞ্চল ২,৬৮৮ বর্গকিমি (১৮.৯১%) বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৪,২১৪ বর্গকিমি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬,৯০২ বর্গকিমি হয়েছে।

» রাজ্য উন্নয়ন কর্মসূচি (স্টেট প্ল্যান) অনুসারে ১.৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে বনায়ন করা হয়েছে।

» দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী এলাকায় ১৫ কোটিরও থেকে বেশি ম্যানগ্রোভ চারা রোপণ করা হয়েছে।

» জল ধরো জল ভরো কর্মসূচির আওতায় পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ৫ লক্ষ জলাশয়, জলধারণের কাঠামো এবং বৃষ্টির জল সংরক্ষণের কাঠামোর নির্মাণ বা সংস্কার করা হয়েছে।

আগামী বছরগুলিতে আমরা যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

* **মালদা ও মুর্শিদাবাদের রিভারব্যাঙ্ক প্রোটেকশন মাস্টার প্ল্যান:**
গঙ্গা নদীর তীরের ক্রমাগত ক্ষয় প্রতিরোধ এবং মুর্শিদাবাদ ও মালদার মানুষের জীবন, জীবিকা ও বাসস্থান রক্ষার জন্য একটি ব্যাপক, দীর্ঘমেয়াদী মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হবে, যা দেশের এবং আন্তর্জাতিক নদী ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে গঠিত হবে। এই পরিকল্পনায় উন্নত হাইড্রোলজিক্যাল মডেলিং, বৈজ্ঞানিক নদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, বাঁধ শক্তিশালীকরণ, জিও-টেক্সটাইল জোরদার করা, প্রয়োজনে স্থায়ী ড্রেজিং এবং পরিবেশবান্ধব সমাধানের মাধ্যমে দুর্বল বা ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলিকে মজবুত করা। এছাড়াও, এতে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, সম্প্রদায় পুনর্বাসনের পরিকাঠামো এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ সহ্য করতে সক্ষম পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যা ক্ষণস্থায়ী ত্রাণের পরিবর্তে স্থায়ী প্রতিরোধ নিশ্চিত করবে, কৃষি জমি, গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো এবং নদী তীরবর্তী সম্প্রদায়গুলির বহু প্রজন্মকে রক্ষা করতে সহায়ক হবে।

* **জলাভূমির পুনর্বাসন:**
পূর্ব ও পশ্চিম কলকাতার জলাভূমি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত হটস্পট তৈরি করে। এই এলাকাগুলি রক্ষার জন্য সরকার জলাভূমির একটি পূর্ণ সমীক্ষা পরিচালনা করবে, ফিডার স্ট্রিম পুনরুদ্ধার করবে এবং অপরিশোধিত বর্জ্য ফেলার প্রক্রিয়া বন্ধ করবে।

* **জীববৈচিত্র্য জিন ব্যাঙ্ক স্থাপন:**
পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার সরকারি অর্থসাহায্যে একটি জিন ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হবে, যা বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর বায়ো রেকর্ড সংরক্ষণ করবে। এই ব্যাঙ্কটি আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে স্থাপিত হবে এবং দ্রুত পরিবেশগত পরিবর্তনের মুখে বাংলার বৈচিত্র্য রক্ষার লক্ষ্য নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

* **শিল্পক্ষেত্রগুলির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কার্বন নির্গমন নিয়ন্ত্রণ নীতির সূচনা:**
পরিবেশবান্ধব শিল্প পদ্ধতিকে উৎসাহিত করতে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে এই নীতি চালু করা হবে।

* **ম্যানগ্রোভ কনজারভেশন সেন্টার স্থাপন:**
একটি কেন্দ্রীয় ম্যানগ্রোভ কনজারভেশন সেন্টার স্থাপন করা হবে, যা ২৪×৭ কেন্দ্রীভূত নজরদারি ও দ্রুত প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করবে। সাপ্তাহিক স্যাটেলাইটভিত্তিক পরিবর্তনে নজর রাখবে। ঘূর্ণিঝড় ও জোয়ার-ভাটাজনিত বাঁধভাঙন সম্পর্কে আগাম সতর্কীকরণের ব্যবস্থা থাকবে। সেইসঙ্গে বনকর্মীদের মোতায়েন ও গ্রাউন্ড লেভেল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড ব্যবহৃত হবে।

ধন্যবাদ

গত ১৫ বছর ধরে আমরা বাংলার মানুষকে দেওয়া প্রতিটি কথা রেখেছি। আমাদের ইস্তাহার শুধুমাত্র ভোটের চমক নয়, বরং মানুষের প্রতি আমাদের সত্যিকারের অঙ্গীকার। আমরা সবাই মিলে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছি এবং তা আমাদের এই আত্মবিশ্বাস জোগায় যে, আগামী দিনের পথচলা আরও সুন্দর ও দৃষ্টান্তমূলক হবে।

ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে আমাদের লক্ষ্য একই আছে; সহানুভূতি, সততা ও সাহসের সঙ্গে কাজ করা। বাংলার মর্যাদা, বৈচিত্র্য ও শান্তি বজায় রাখার পাশাপাশি প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রগতি পৌঁছে দেওয়াই আমাদের জীবনের ব্রত। একইসঙ্গে, যে রাজনীতি সমাজকে সংকীর্ণ ভেদাভেদে ভাগ করতে চায়, আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করতে বদ্ধপরিকর। বাংলা চিরকাল সম্প্রীতির আদর্শে বিশ্বাসী। তাই ভয়, বিভাজন বা বিভেদের রাজনীতি দিয়ে আমাদের রাজ্যের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সামাজিক ঐক্যে ফাটল ধরাতে আমরা কাউকেই দেব না।

এই ইস্তাহার হল নতুন করে দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতি; মানুষের কথা শোনার, কাজ করার এবং বাংলার সম্প্রীতির সংস্কৃতিকে রক্ষা করার। এর পাশাপাশি একটি শক্তিশালী, ন্যায়পরায়ণ এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত রাজ্য গড়ার কাজও আমরা চালিয়ে যাব।

বাংলার শান্তি, ঐক্য ও উন্নতির স্বার্থে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের ভোট দিন।

আপনাদের অটুট বিশ্বাস এবং একজোট হয়ে লড়াই করার মানসিকতাই আমাদের পথপ্রদর্শক। আমরা আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, আসন্ন ১৮তম বিধানসভা নির্বাচনে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে দাঁড়ান এবং রাজ্য জুড়ে আমাদের প্রার্থীদের সমর্থন করুন। এক উজ্জ্বল আগামীর আশা নিয়ে, আমরা আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং বাংলা নববর্ষের আগাম অভিনন্দন ও নমস্কার।

জয় হিন্দ! জয় বাংলা! জয় মা-মাটি-মানুষ!

উপস্থাপনায়

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

Connect with us

AITCofficial

AITCofficial

aitcofficial

www.aitcofficial.org

বাংলার ঐতিহ্য এবং গৌরবকে সুরক্ষিত রাখতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে ভোট দিন

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস
ও সুব্রত বক্সি, সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস কর্তৃক প্রকাশিত এবং এডিও প্রিন্ট,
কলকাতা ৭০০১৩৫ কর্তৃক মুদ্রিত, মুদ্রণসংখ্যা: ২০০